POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 36

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7 Sep, 2023 20সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ঋণ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

২৪১৯) হযরত কাআব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মসজিদে (হযরত আব্দুল্লাহ্) বিন আবু হারাদ (রা.) এর কাছে তাঁর পাওনা ঋণের কথা বলেন। তাঁদের কথাবার্তা এত উচ্চকণ্ঠের ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কানেও তাদের কথা পৌঁছে যায়। যদিও তিনি (সা.) নিজের বাড়িতে ছিলেন। কথা শুনে তিনি তাদের কাছে আসেন এবং নিজের কক্ষের পর্দা সরিয়ে ডাক দেন- 'কাআব!' তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ! আমি উপস্থিত আছি। তিনি (সা.) বললেন- আপনি এই ঋণের মধ্য থেকে এতটা ছেড়ে দাও এবং ইঙ্গিতে বললেন 'অর্ধেক'। হযরত কাবাআব বললেন, হে রসুলুল্লাহ্ ! আমি ছেড়ে দিয়েছি। তখন তিনি (সা.) (আব্দুল্লাহকে) বললেন- উঠ এবং এর ঋণের অর্থ ফেরত দাও।

বা-জামাতের নামাযের গুরুত্ব

২৪২০) হযরত আবু হুরাইরায় (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন- আমি মনস্থির করেছিলাম নামায শুরু করার আদেশ দিয়ে এমন মানুষদের বাড়িতে যাই যারা নামাযে হাজির হয় না এবং বাড়ির ভিতরে থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল খুসুমাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ জুন ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

আমার জামাতের এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য আমি ভীষণ আকুল হয়ে থাকি। তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য জরুরী সেই গূঢ় রহস্যকে অনুধাবন করা এবং এমন পরিবর্তন আনয়ন করা যাতে সে বলতে পারে যে সে এক ভিন্ন সত্তা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমার জামাতের এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য আমি ভীষণ আকুল হয়ে থাকি। আমার জামাতের মধ্যে পরিবর্তনের যে চিত্র আমি হৃদয়ে এঁকে রেখেছি সেই কাঙ্খিত রূপটি এখনও সৃষ্টি হয় নি। এই অবস্থা দৃষ্টে আমার অবস্থা ঠিক তেমন- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ বয়আত করার সময় তোতা পাখির মত কিছু শব্দ আওড়ানো আমার অভিপ্রায় নয়। এর দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় ন। আত্মসংশোধনের জ্ঞানার্জন কর কেননা এরই প্রয়োজন রয়েছে। আমার বলার উদ্দেশ্য মোটেই এমনটি না যে, মসীহর জন্ম-মৃত্যু নিয়ে তোমরা তর্ক করে বেড়াও। এটি অতি তুচ্ছ একটি বিষয়। এটিই সব কিছু নয়। এটি তো একটি ভুল ছিল যার সংশোধন আমি করে দিয়েছি। কিন্তু আমার কাজ ও উদ্দেশ্য এখনও অনেক দূরে আর তা হল এই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি কর। এবং নতুন মানুষ হয়ে উঠ। তাই তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য জরুরী সেই গূঢ় রহস্যকে অনুধাবন করা এবং এমন পরিবর্তন আনয়ন করা যাতে সে বলতে পারে যে সে এক ভিন্ন সত্তা। আমি পুনরায় বলছি, নিশ্চয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সহচার্যে থেকে কেউ এ বিষয়টি অনুধাবন না করে যে, সে এক ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে আর ততক্ষণ তার কোন উপকারে আসতে পারে না।

স্বভাবের মধ্যে পরম উন্নতি, বৌদ্ধিক স্তরের উন্নতি এবং আবেগ অনুভুতির মধ্যে পরম পর্যায়ের পবিত্রতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার কথার এই অর্থ নয় যে, জাগতিক কাজকর্ম ত্যাগ করে দাও। খোদা তা'লা জাগতিক কাজকর্মকে বৈধ আখ্যায়িত করেছেন। কেননা এর দ্বারা মানুষ পরিক্ষীত হয় আর এই পরীক্ষার কারণে মানুষ চোর, জুয়াখোর, ঠগ ও ডাকাতে পরিণত হয়। এবং কত কি বদঅভ্যাস তার মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের একটি সীমা আছে। জাগতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সেই সীমা পর্যন্ত লিপ্ত হও যাতে ধর্মের পথে তোমাদে র জন্য তা সহায়ক হয়। এবং ধর্মই যেন তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। অতএব, আমি জাগতিক কাযকলাপ নিষেধ করছি না, আর একথাও বলছি না যে, দিবারাত্রি জাগতিকতার মধ্যেই নিমজ্জিত থেকে খোদা তা'লার অধিকারটুকু জাগতিকতার মাধ্যমে চোকাতে উদ্যত হও। কেউ যদি এমনটি করে তবে সে নিজের জন্য বঞ্চনার উপকরণ সৃষ্টি করছে। আর তার কাছে কেবল মৌখিক দাবি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুত জীবিতদের সহচার্য অবলম্বন কর যাতে জীবিত খোদার জ্যোতিবিকাশ তোমাদের মাঝে প্রকাশিত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

পরিতাপ! যে কাজ করার সাহস মক্কার মুশরেকদেরও হয় নি, সেই কাজ মুসলমানেরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে করেছে, তারা ভেবে দেখে নি যে এই অযৌক্তিক দাবিকে কে স্বীকার করবে?

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ১৭নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন:

খোদা তা'লার কি বিচিত্র মহিমা! যে সব ব্যক্তিকে পৃথিবীর মানুষ খোদার স্থানে বসিয়েছে, তাদের জীবন দুঃখ-কষ্টেই কেটেছে। হযরত মসীহকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে,বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত হোসেন (রা.)-কে তো শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। শ্রী রামচন্দ্রও কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। ***'লা ইয়ামলিকুনা লি আনাফুসিহিম'*** এ বলা হয়েছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রাণও রক্ষা করতে পারে নি, তখন তারা তোমাদের উপকার কিভাবে করবে? مَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ-অন্ধ ও চাক্ষুষমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব কর, কিন্তু চিন্তা করে দেখ! সব সময়ই কি এই সংখ্যাধিক্য কাজে লাগে? বহু সংখ্যক চক্ষুহীন ব্যক্তিদের সমাবেশ শক্তি না কি দুর্বলতার কারণ হয়? একজন চাক্ষুষমান ব্যক্তি এক হাজার অন্ধ ব্যক্তির উপর জয়ী হয়। অনুরূপভাবে এই নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, খোদার ওহী তাদেরকে তোমাদের পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেয়। কাজেই এটিই চাক্ষুষমান ব্যক্তির উপমা, কিন্তু তোমরা জান না যে তাঁর পক্ষ থেকে কোন পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে? কেননা তাঁর সমর্থনে অধিকাংশ চেষ্টা সংঘটিত হচ্ছে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রকৃতির নিয়মের সুপ্ত প্রভাবের মাধ্যমে, যা সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাজেই ভেবে দেখ যে তোমরা তার এবং তার সঙ্গীদের কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পার? এরা অল্প, কিন্তু এদের চোখ আছে।

مَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে আলো ও অন্ধকারেরও কোন তুলনা হয় না। সামান্য আলো সমগ্র ঘরের অন্ধকার মুছে ফেলে। অন্ধকারের অর্থ আলোকহীনতা আর আলো হল অস্তিত্ব। অস্তিত্বের সামনে অনস্তিত্ব কি-ই বা মূল্য রাখে? অর্থাৎ-তোমাদের কাছে ঐশী শিক্ষা নেই, কিন্তু তাদের কাছে আছে। কাজেই তোমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তার শিক্ষার ভিত্তি হল সত্য আর তোমাদের শিক্ষার ভিত্তি হল অজ্ঞতা এবং অস্বীকার।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বাঙ্গালী-আহমদীদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত দিক-নির্দেশনামূলক চিরসবুজ এক নসিহত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৪তম সালানা জলসায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.) ১৪ ফেব্রুয়ারী '৯৮ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫-৩০ মি: স্যাটেলাইট চ্যানেল মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া যোগে সরাসরি দিকনির্দেশনামূলক নসিহতপূর্ণ এক পয়গাম প্রদান করেন।

আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি প্রথমে বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুকথা বলতে চাচ্ছি। এমন সময়ের কথা বলছি, যখন বাংলদেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়নি। বাংলাদেশ তো অবশ্যই ছিল। ঐ যুগ থেকেই বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিম, সর্বত্র গিয়েছি। সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু অংশ, যেমন- রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল, যা বার্মার সাথে মিশেছে, সেই উপকূল অঞ্চল খুবই মনোরম। এই সকল অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এমন কোন অঞ্চল নেই, যা আজও আমার মনে পড়ে না। আল্লাহ্ আপনাদিগকে খুবই সুন্দর দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ, যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর, দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। আমি স্থান দেখতে যেতাম না; যদিও স্থান দেখারও আমার শখ আছে, আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। বাংলাদেশের মানুষ আমাকে মনে রেখেছেন। আমার এখনও স্মরণ আছে, কে কেমন লম্বা, তাদের বাচনভঙ্গী কেমন, ইত্যাদি। এছাড়াও, তাদের সকল কথাই আমার জানা আছে। আমার স্মৃতিপটে, এখনও (এইসব স্মৃতি) অঙ্কিত আছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়াতের বিস্তৃতি হতে পারে। এমনই যেন হয়, এটাই আমার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। সুতরাং, এই কারণে প্রচার ও বিস্তারের কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়। আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্‌র ভয় এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন, শত্রুর প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়।

অতএব, আপনাদের জন্যে জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ আছে। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে, পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভাব হয়েছেন। যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন, তাহলে সেখানে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আসতেন না। সবচে'য়ে খারাপ লোক যেখানে থাকে, আল্লাহ্ তাআলা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্যে সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেন। পাঞ্জাব থেকে 'মুর্খ' আলেমরা এত বেশী সৃষ্ট হন যে, সাধরণ মানুষ ভুল মে মনে করেন যে, এসকল আলেম গোটা হিন্দুস্থান থেকেই তৈরী হচ্ছেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে বেশ ভারী সংখ্যায় মৌলভী সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী। হাজারা থেকে হোক বা লুধিয়ানা থেকে, এরা আসলে সকলেই পাঞ্জাবের অধিবাসী। এবং এরা রুটি-রুজির ব্যবস্থা করার জন্যই ধর্ম শিখে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে-তোমরা কি আল্লাহ্‌র বান্দার বিরোধিতা করে নিজেদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করবে? এরা দিনের শিক্ষা কেবল রুটি রুজির কারণেই করে থাকে। এরা সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে আছে। খোঁজ করলে দেখতে পারবেন যে, এই সকল মৌলভীদের সিংহভাগই পাঞ্জাবী। সবচেয়ে কট্টর ও দুষ্ট মৌলভী পাঞ্জাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ তাআলা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি, তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ দুষ্টুমিতে কখনো পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোন পাঞ্জাবীদের সাথে দুষ্টুমিতে পাল্লা দেওয়ার প্রশ্নও উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। আমি যখন বাংলাদেশে যেতাম এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করতাম, তখন আমার সাথে (প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর) মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ও অন্য যারা থাকতেন, তাদেরকে বলতাম যে, আপনারা দেখে শুনে সবচেয়ে কট্টর আলেমকে আমার সাথে দেখা করার জন্য, কথা বলার জন্য নিয়ে আসুন। তারা এই ভেবে ভয় পেতো যে, মৌলভী না আবার আমার সঙ্গে বেয়াদবী করে বসে।

আমি বলতাম, ভয় করো না, বরং সবচেয়ে দুষ্টজনকে ডেকে আন। ডাকার পর যখন আমি তার সাথে কথা বলতাম, তখন সেই দুষ্ট-মৌলভী আমার বন্ধুহয়ে ফেরত যেতেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা হয়, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র-প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই, এমন লোক সর্বত্রই কিছুনা কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে যায়, তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও ভালবাসার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন, কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয়, তাদের নিকট গিয়েও বলুন, যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থনে এসে যাবে। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়াতের কথা প্রচার করার সুযোগ পাবেন।

অতএব আহমদীয়া মুসিলম জামাত, বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব; তারা যেন আহমদী ভাইদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন। যেভাবে যুদ্ধের সময় উপর থেকে ভারী বোমা ফেলে যুদ্ধাঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে দেওয়া হয় আর তখন সাধারণ পদাতিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এখন এগোও। যে এলাকায় গোলাগুলি চলতে থাকে ঐ এলাকায় সাধারণ লোক গেলে তারা গুলির সম্মুখীন হয়ে মারা পড়ে।

অতএব, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে প্রথমে ঐ এলাকার পরিস্থিতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তারপর সাধারণ সৈনিকদেরকে নির্দেশ দিতে হয়, "যাও, এবার অঞ্চল দখল করে নাও। আমাদের অঞ্চল তো মানুষের হৃদয়ে। আমাদের অঞ্চল কোন ভৌগলিকসীমারেখায় আবদ্ধ নয়। অতএব, হৃদয় জয় ও দখল করার পূর্বে আধ্যাত্মিক বোমা বর্ষণ আত্যাবশ্যক। প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন, জন প্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন।

এটি আমার বাণী ও কথা, যা কি-না আমি বিভিন্ন মাধ্যমে আপনাদেরকে প্রথম থেকেই বলে আসছি। আপনারা সবাই ঠিকমত জানতে পেরেছেন কি-না, তা আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু আজ আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণী-রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, যেখানে খাঁটি ইসলামীআদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা রাখে না। মানুষ অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা-ব্যথা। ইসলামী-রাষ্ট্র তো এমন হবে, যেখানে মানুষের দারিদ্রকে দূর করা হবে। কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাতিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাসা ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়াত। দেশের দারিদ্রতা, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক অশান্তি, যুলুম অত্যাচার, এই সব কিছুর হাত থেকে একমাত্র আহমদীয়াতই আপনাদেরকে নিস্কৃতি দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে।আপনারাতো মৌলবাদকে প্রথম থেকেই লালন করে রেখেছেন।

প্রথম থেকেই মৌলভীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। আহমদী হন বা গয়ের আহমদী, সকলেই মৌলভীদের পিছনে চলছেন। মৌলভীরা কোথায় কি এমন পরিবর্তন সাধন করেছেন? কোথায় তারা ইসলামী-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন? কোথায় পুণ্য-পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন? সারা বাংলাদেশতো আগের মতই দিশেহারা, অথচ মৌলভীদের রাজত্ব সেখানে। এই রাজা থেকে আপনারা কী পেতে পারেন, যে রাজা বিগত পঞ্চাশ বছরে আপনাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি? আগামীতেই বা তারা কী দেবে? কিন্তু যে-গ্রাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে সেই গ্রামকে দেখুন কত ভাল পরিবেশ সেখানে! তারা পরস্পর কত সুন্দর হৃদ্যতার পরিবেশে বাস করছেন।

আপনাদের জন্য আমার এই বাণী-এই পয়গাম। আমাকে এখন অন্য প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে, আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন, যা আমি বলেছি। যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি, ইহাই সঠিক ব্যবস্থা-পত্র। এছাড়া অন্যকোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা-বিপ্লব সাধন করতে হবে। তাইতো পাকিস্তানে মৌলভীরা বারবার বাংলাদেশের উপর

জুমআর খুতবা

প্রতিকুল আবহাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সামগ্রিকভাবে সকল ব্যবস্থাপনা মোটের উপর কোন প্রকার দুশ্চিন্তায় না ফেলে (সুন্দরভাবে) চলতে থাকে। এছাড়া এবছর উপস্থিতিও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

এরজন্য আমরা যতই আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা হবে অপ্রতুল। কেননা তিনি আমাদের জলসাকে অফুরন্ত কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগতক সকল আহমদী বা অআহমদী অথিথি সবাই এটি অনুভব করেছেন। আমরা দুর্বল (মানুষ)!

সার্বিকভাবে এরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং অসাধারণভাবে হাসিমুখে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন যেমনটি আমি শুরুতে তাদেরকে বলেছিলাম, উপদেশ দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

অসংখ্য টিভি চ্যানেল রয়েছে, যার মধ্যে বিবিসি প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত, যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বহু নিউজ চ্যানেলও অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও অনেক চ্যানেল রয়েছে। যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার সংবাদ পৌঁছেছে , জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে, ইসলামের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনীয় এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে সর্বদা নিজেদের সংশোধন করার তৌফিক দান করুন আর সর্বদা আমরা যেন জামাতের সাথে এক বিশেষ এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষাকারী হই আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হই।

জলসা সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫টি। এগুলোর পাঠক সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ১৪টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সেগুলোর দর্শক সংখ্যাও ২ কোটি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ৩৭টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এর শ্রোতার সংখ্যা ৮০ লক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৩টি আর এবছর হয়েছে ৩৭টি, যার শ্রোতা সংখ্যা ৮০ লক্ষ। মানুষ তাদের মতামতও প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

এখন এখানে বসবাসকারীরা, বরং এখানে জন্মগ্রহণকারী এবং এখানে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরাও যারা এখন যুবক বয়সে উপনীত হয়েছে অথবা এমন বয়সে উপনীত হয়েছে, যখন স্বজ্ঞানে নিজ কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করার মত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে ।

গত রবিবার আমি তখন পর্যন্ত সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেছিলাম আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি বিভাগে আমি কর্মীদের খুবই কর্মতৎপর পেয়েছি। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে যেসব দুঃচিন্তা ছিল তা দূরও হয়ে গেছে।

একটি দীর্ঘ বিরতির পর বিস্তৃত পরিসরে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে পাছে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোনো ত্রুটি না প্রকাশ পেয়ে যায়– আল্লাহ্ তা'লাও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপকদের এসব দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন, তবে শর্ত হলো, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করার দিকে মনোযোগী থাকি। আমাদের কাজ আমাদের কোনো বিচক্ষণতা বা অভিজ্ঞতার ফলে সম্পন্ন হয় না, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৮ জুলাই , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (২৮ ওফা ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায গত শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত জামা'তে আহমদীয় যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে বা সমাপ্ত হয়েছে আর কখন কখন প্রতিকুল আবহাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সামগ্রিকভাবে সকল ব্যবস্থাপনা মোটের উপর কোন প্রকার দুশ্চিন্তায় না ফেলে (সুন্দরভাবে) চলতে থাকে। এছাড়া এবছর উপস্থিতিও গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

এরজন্য আমরা যতই আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা হবে অপ্রতুল। কেননা তিনি আমাদের জলসাকে অফুরন্ত কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগতক সকল আহমদী বা অআহমদী অথিথি সবাই এটি অনুভব করেছেন। আমরা দুর্বল (মানুষ)! আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়ই আমাদের কাজ হয় এবং জামাতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার অবলোকন করি যে وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি গণনা করতে চাও তবে তোমরা তা আয়ত্ব করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা পরম ক্ষমাশীল ও বারবার কৃপাকারী। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা বাহ্যিক

দুর্বলতাগুলোকে উপেক্ষা করে এত বেশি এবং এমন সব মাধ্যম ও পন্থায় আমাদের আশিসমণ্ডিত করেন যে, আমরা কখনই প্রকৃত অর্থে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে সক্ষম হব না। কিন্তু আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশও রয়েছে যে, তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যাও আর যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আরো অধিক দানে ভূষিত করবেন। অতএব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলো আমাদের দায়িত্ব; আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির জন্য তাঁর দরবারে নিত হতে থাকা আমাদের দায়িত্ব। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে থাকব, প্রত্যেক সফলতাকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণ গণ্য করে দায়িত্ব পালন করতে থাকব, (ততদিন) আমাদের অগ্রযাত্রা সবসময় অব্যাহত থাকবে। ইনশাআল্লাহ॥

অতএব, এই জলসার সফলতায় আমাদের উচিত সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যে-সব দুর্বলতা রয়ে গেছে এর জন্য তাঁর (আল্লাহ্‌র) কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অনুরূপভাবে (জলসায়) যোগদানকারীদেরও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন বলেই আমরা জলসায় যোগদান করে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করেছি। কোভিড মহামারি এখনও পুরোপুরি শেষ হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সার্বিকবাবে সকল কাজ সুন্দরভাবে সমাধা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এত বিশাল জনসমাগম সত্ত্বেও আল্লাহ তা'লা (সবাইকে) নিরাপদে রেখেছেন। (জলসার) পরও আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে নিরাপদে রাখুন।কেউ কেউ জলসার পর বরং দু-তিন অতিবাহিত হওয়ার পর এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তৎক্ষণাতও নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুস্বাস্থ্য দিন এবং নিরাপদে রাখুন। আমার জানা মতে, এমন মানুষ খুব অল্প (যারা অসুস্থ হয়েছেন) এবং বর্তমানে যারা এই মহামারিতে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা জলসার কারণে নয় বরং সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন জায়গায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখন এই রোগ অন্যান্য রোগব্যধির মতোই (কখনও) বৃদ্ধি পায় এবং কমেও যায়। যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক রোগীকে আরোগ্য দান করুন।

এখন আমি প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। সার্বিকভাবে এরা সবাই নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেছেন এবং অসাধারণভাবে হাসিমুখে, নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন যেমনটি আমি শুরুতে তাদেরকে বলেছিলাম, উপদেশ দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রত্যেক বিভাগের কর্মীর নিজেদের বিভাগের দায়িত্ব পালনে এবার বিশেষ দক্ষতা দেখা যাচ্ছিল। লাজনাদের অংশেও, পুরুষদের অংশেও। প্রতি বছর লাজনার পক্ষ থেকে খাবার খাওয়ানো এবং খাবার সরবরাহের বিষয়ে অভিযোগ আসত। কিন্তু এবার অভিযোগ আসে নি বললেই চলে। (এছাড়া) খাবারের মার্কি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আয়োজনের জন্য এবছর স্থান পরিবর্তন করে লাজনাদের সকল (প্রয়োজনীয়) সুযোগ-সুবিধা এক জায়গাতেই সরবরাহ করা হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে এটিও মহিলারা পছন্দ করেছে। কোন ঘাটতি যদি থেকে যায় তাহলে ভবিষ্যতে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইনশাআল্লাহ॥

অনুরূপভাবে ট্রাফিক বিভাগ, পাকশালা, রুটি প্লান্ট, নিরাপত্তা বিভাগ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ রয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে বড়ো হল এম.টি.এ বিভাগ। তারা এবছর নতুনাভাবে জলসাকে সারাবিশ্বের সাথে সংযুক্ত করেছে।

যাইহোক, সকল বিভাগ, আমি তাদের নাম উল্লেক করি বা না করি; নারী পুরুষ নির্বিশেষে কঠোর পরিশ্রম করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। অতএব, আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আগত অআহমদী অতিথিরাও সকল কর্মীর পরিশ্রম এবং উন্নত আচরণ দেখে অসাধারাণ বিস্ময় প্রকাশ করেছে আর আমাদের কর্মীদের এই নীরব ও ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এমন ছিল যা তবলীগের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

জলসা সালানা বিভাগকে আমি কেবল একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হলে, জলসা শেষ হওয়ার সাথে সাথে (তারা) পানি বন্ধ করে দিয়েছে এবং বাথরুমে পানি থাকে না। তাদের কমপক্ষে বারো ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ করা উচিত। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থা উন্নতমানের ছিল।

বহির্বিশ্ব থেকে আগত, বিভিন্ন দেশ থেকে আগতদের মাঝে অ-আহমধী ও অমুসলিমরাও ছিল, তাদের আবেগ-অনুভূতি কীরূপ ছিল, জলসার ব্যবস্থাপনা এবং জলসা (অনুষ্ঠানাদি) দেখে তারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে এ সম্পর্কিত কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করছি। সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

প্রফেসর ডাক্তার জিয়ালু বিন, বুরকিনা ফাসোর বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বর্তমানে সেনাবাহিনীতে কর্নেল হিসেবে কর্মরত আছেন। আমাদের চক্ষু রোগ পরিষেবা কেন্দ্রেও মাঝে মাঝে আসেন। তিনি প্রথমবার জলসায় সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশগহণ করেছি। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হল, হাজার হাজার মানুষ এ অভিন্ন লক্ষ্যে এক স্থানে একজন ধর্মীয় নেতার চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে। সবাই ঐক্যবদ্ধ, সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। এছাড়া অসাধারণ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে আর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের এক স্থানে সমবেত হওয়া বিস্ময়কর। আমি এ বিষয়টি দেখার জন্য লোকদের সাথে মিশেছি যে, এতে সার বলতে কিছু আছে না কি কেবল কৃত্রিমতা, কিন্তু একজনের চেহারায়ও আমি অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করি নি। বিভিন্ন অঞ্চল, জাতি এবং দেশের বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যে, এক স্থানে ও এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, এক অসাধারণ ঘটনা। কাজেই, জলসায় যোগদানকারী আহমদী যরা আছেন, (তারা) এভাবেই অ-আহমদীদের মাঝে কার্যত তবলীগও করে। পুনরায় তিনি বলেন, বক্তৃতার মান অনেক উন্নত ছিল। এসব বক্তৃতা আমাদের মিক্ষা এবং একক লক্ষ্য ও অভিন্ন উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়ক ছিল। যুগ খলীফার বক্তৃতামালাও আমি শুনেছি। তিনি কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে (ইসলামী) শিক্ষামালা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি বুঝি যে, বিশ্ববাসীরর জন্য এখন খোদার বানী অনুধাবন করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই বাণীক অনুধাবনের জন্য কোন এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যিনি এ বিষয়ে সাহায্যও করবেন। তাই আহমদীয়া জামাতে যে খিলাফত ব্যবস্থা রয়েছে তা এমন এক ব্যবস্থাপনরা যা থেকে বিশ্ববাসী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তিনি আরো বলেন, আরো একটি বিষয় যা আমি লক্ষ্য করেছি তা হলো, খোদা তা'লা এবং নিজ ইমামের সাথে আহমদীদের অসাধারণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক। সবাই ঐক্যবদ্ধ। সবাই একে অপরের সাথে এক সত্তার ন্যায় নিজ ইমামের প্রতি এই বিশ্বাস রাখে যে, তিনি আমাদের সত্য পথপ্রদর্শনকারী। তিনি বলেন, জলসা দেখার পর আমার এখন ইচ্ছা, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে তৌফিক দেন তাহলে আমি প্রতি বছর জলসায় অংশগ্রহণ করব, কেননা, এখানে তিন দিন খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং মানবতা সম্পর্কে কথা বলা হয়। তাই আমার জন্যও এসব কথা শেখা আবশ্যক।

আমেরিকা থেকে আইন শাস্ত্রের একজন অধ্যাপক জলসায় অংশগ্রহণ করে যার নাম হল ডক্টর ব্রেড শফট। তিনি বলেন, এখানে এসে এতো বড়ো জনসমাগম কেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। মানুষের মাঝে সহযোগিতামূলক মনোভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেন, আমি সারা বিশ্বে এমন বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন নিজেও করেছি, যেখানে রেজিস্ট্রেশনেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জলসা সালানায় যে সুব্যবস্থাপনার অধীনে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি মাত্র কয়েক মিনিটে সমাধা হচ্ছিল তা এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য ছিল। আমি এখানে এসে দপ্তরে বসা মাত্রই কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রতিটি জিনিস প্রস্তুত করে আমাকে সরবরাহ করা হয়। এরপর আমাকে জানানো হয় যে, আগমণকারী অতিথিদের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ পূর্বেই সমাধা হয়ে গিয়ে থাকে যাতে অতিথিদের যথাসম্ভব স্বল্প সময় অপেক্ষা করতে হয়। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মীরাও মাশাআল্লাহ্ অত্যন্ত সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বলেন, আতিথেয়তা খুবই উত্তম ছিল। ট্রাফিকের এতো চাপ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবীরা যোভাবে একাগ্রচিত্তে কাজ করছিল তা এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। মোটকথা, যেখানেই যে কর্মীরা সাথেই সাক্ষাৎ হয়েছে সবারই তিনি প্রশংসা করেছেন।

বেলিজের এক শহরের মেয়র এসেছিলেন। তিনি বলেন,আমি আমার সারা জীবনের কখনো এত শান্তি প্রিয় মানুষ দেখি নি যারা (মানুষের প্রতি) এতটা ভালবাসা রাখে এবং শান্তিপ্রিয়। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, কিছু লোক ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা করে। আমি এখানে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছি আর মানুষের পরস্পরের প্রতি যে ভালবাসা ও উত্তম আচরণ দেখেছি তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, আমি আগামী বছর পুনরায় জলসায় আসার বাসনা রাখি। একজন মেয়র হিসেবে নয় বরং একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আসতে চাই। স্বেচ্ছাসেবীরা আমাকে এতটা অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন, আমিও এমন চমৎকার জলসার ব্যবস্থাপনার অংশ হতে চাই। এত মহান জনসমাবেশ আমি কখনও দেখি নি।

এ হলো বহিরাগতদের অভিমত। পুনরায় তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে এই পৃথিবীর ভবিষ্যত হলো আহমদীয়াত। অতএব, এ হলো প্রকৃত ইসলাম যা জামাত উপস্থাপন করে যার ফলে অন্যরাও প্রভাবিত হয়।

ঘানার এক ভদ্রলোক মাইকেল উইলসন। পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রালয়ের অধীনে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিষয়ক' একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রযুক্তিবিদ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ করেন। তিনিও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জলসার পূর্বে আলোচনাকালে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনা দেখে বলেন, যা কিছু আমি দেখছি বা এখন পর্যন্ত যা আমি দেখেছি এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কখন সম্ভব হতে পারে না। জুমআর দিন জলসাগাহে পৌঁছে বার বার একথা বলতে থাকেন, এখানে সব স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ববোধ আমাকে আশ্চর্য করেছে। সত্যিই এটি এক ঐশী জামাত। আর এই সমস্ত কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এখানে খুবই নিয়মতান্ত্রিক ও আকর্ষণীয় পরিবেশ রয়েছে। সকল স্বেচ্ছাসেবীরা শিক্ষিত। তাদের মাঝে কতক কনসালটেন্ট, কিন্তু জলসায় তারা কাঠমিস্ত্রী ও সাফাইকর্মী হিসেবে কাজ করছিল। এই স্বেচ্ছাসেবীদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার ভীতি না থাকে তাহলে কখনো এমন উৎকৃষ্ট মানের কাজ সম্পাদিত হতে পারে না। অতএব সেই সমস্ত কর্মীরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবাব যারা এভাবে নীরব তবলীগে রত থাকে। আন্তর্জাতিক বয়আতও তার হৃদয়ে রেখাপাত করে।

তিনি বলেন, জলসার পূর্বে আমি জানতাম না যে, আহমদীয়াত কি, কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি। আমার মনে হয় আমি এখন প্রতি বছর আসব। এছাড়া

তিনি আরো বলেন, ঘানা জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত, ঘানায় জামাতকে আরো পরিচিত করা প্রয়োজন। এখনো এক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

হাইতির ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের প্রতিনিধি মিস্টার ইউলটিরেন যুক্তরাজের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। আমার জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী এবং আনন্দঘন ছিল। আয়োজন খুবই উন্নত মানের ছিল। ৪০ হাজারের অধিক মানুষের সমাগম সত্ত্বেও কোন প্রকার অব্যবস্থাপনা দৃষ্টিগোচর হয় নি। প্রত্যেক্যে একে অপরের সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাত করছিল। প্রত্যেককে এই চেষ্টায় রত দেখা যাচ্ছিল যে, আমার দ্বারা যেন কারো কোন কষ্ট না হয়, বরং প্রত্যেকে একে অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্নবান ছিল। এই বিষয়টি আমি আর কোন ধর্ম বা জাগতিক জনসমাবেশে দেখতে পাই নি। আর এটিও জলসার একটি উদ্দেশ্য যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সংস্কৃতি,বর্ণ ও জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করছিল যেন তারা একই পরিবারের সদস্য। একই রকম খাবার প্রত্যহ বিভিন্ন জাতির লোকেরা এমনভাবে খাচ্ছিলেন যেন এই খাবার তাদের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি জানতে চাইছিলেন, তিনি বলেন, আমি আফ্রিকা থেকে আগত একজন অতিথিকে জিজ্ঞাসা করি, কোন বিষয়েই তোমাদের আপত্তি বা সংকোচবোধ নেই। এর কারণ কি বলুন তো! তখন সেই আফ্রিকান ভাই বলেন, এখানে জলসায় আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আর যুগ খলীফার দর্শন, তাঁর কথা শ্রবন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসি। তাই অন্যান্য সকল পার্থিব বিষয়াদি আমাদের কাছে মূল্যহীন। তিনি বলেন, এই বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এররপর তিনি জামাতের প্রশংসাও করে বলেন, বিরোধিতা সত্ত্বেও জামাত পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরপর বলেন, আহমদীদের মাঝে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ নেই। সবাই সমান ছিল। এমনটি আমি প্রথমবার দেখেছি। বিভিন্ন বয়সের লোকেরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করছিলেন। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ বিভাগ রয়েছে,পার্কিং বিভাগ রয়েছে, খাদ্য পরিবেশনা বিভাগ রয়েছে, পানি সরবরাহ বিভাগ রয়েছে, শৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগ রয়েছে, সবাই নিজ সেবার উদ্দীপনায় উজ্জীবিত ছিল। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের মাঝে অসংখ্য এমন গুণ প্রত্যক্ষ করেছি যা আজ পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও দেখিনি। তিনি বলেন, আমি বহু ধর্মীয় পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনেছি এবং দেখেছি। কিন্তু সবাই নিজেরই গুণগাণ গায় আর বলে, আমার কথা শোন। কিন্তু যুগ খলীফা আল্লাহ্ তা'লা এবং মুহাম্মদ (সা.) এবং মসীহ মওউদ (আ.) এর কথা শুনিয়েছেন। (এবং তিনি আরও বলেন), একথাগুলো শোনো এবং এর আনুগত্য কর। তিনি বলেন, এই বিষয়টি আমার

জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। তিন দিনই তিনি জলসাগাহতে বসে বক্তৃতামালা শুনতে থাকেন, বরং অনেক আহমদীর চেয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে শোনেন। নিজের ডায়রিতে বিভিন্ন বক্তৃতার নোট নিয়েনে। আর যেখানে তিনি কোন কথা বুঝতে পারতেন না, তার পাশে বসা ব্যক্তির কাছে সেই কথার অর্থ জিজ্ঞেস করে নিতেন। তিনি বলেন, যদিও আমি আহমদী নই, কিন্তু এই জলসায় অংশগ্রহণের পর এখন আমি আহমদীয়া জামাতের সপক্ষে কথা বলব আর যেখানেই মুসলমানদের উল্লেখ হবে আমি বলব, আহমদীরাই প্রকৃত এবং আমলকারী মুসলমান আর আমি আপনাদের পক্ষে কথা বলব।

অনুরূপভাবে ইন্ডোনেশিয়ার সাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী লোকমান হাকীম সাইফুদ্দীন সাহেব বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক গর্বিত। আর আপনাদের স্লোগান 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এট আমি লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকেই প্রত্যক্ষ করা আরম্ভ করি আর জলসাগাহতে পৌঁছনো পর্যন্ত এই স্লোগান দেখি এবং জলসার দিনগুলোতেও এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি। সকল ক্ষেত্রে উন্নত মানের আথিথেয়তা দেখতে পেয়েছি। ভ্রাতৃত্ববন্ধন অনেক দৃঢ় দেখেছি। চারিদিকে একে অপরের সাথে সাক্ষাত, হাস্যবদের দেখা করা, অভিনন্দন জানানো, দোয়া করার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।

গাম্বিয়া থেকে সেখানকার তথ্যমন্ত্রী লোমিনাসাই জামে সাহেব জলসায় অংশগহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ২০২৩ সালের সালানা জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছি সেই সব স্বেচ্ছাসেবীদের দেখে যারা নিঃস্বার্থবাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছিল এবং নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিল। এত বড় জনসমাগমে কোন একটি ঘটনাও এমন ঘটেনি যেখানে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে বা কোন ঝগড়া হয়েছে। আর সমস্ত ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করা হয়েছে। আমি কোনরকম ঘাটতি দেখতে পাই নি। তিনি বলেন, আরেকটি বিষয় যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা হলো, জামাতের সদস্যদের তাদের ইমামের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক, যার দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও দেখা যায় না। তিনি বলেন, আমি এ কথা স্বীকার না করে পারছি না, আজ পৃথিবীর বুকে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধের জীবন্ত চিত্র কেবল আহমদী জামাতের মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয়ে, যেখানে সবাই হাসিমুখে জাতি ও ধর্ণের বৈষম্যের ঊর্দ্ধে উঠে একে অপরের সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করছে যেন তাদের শত সহস্র বছরের পরিচয়।

এরপর গাম্বিয়া জামাতের যেসব সেবামূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে তিনি ব লেন, আমরা সেগুলোকে খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি।

গাম্বিয়া থেকেই এসেছেন সরকারি মুখপাত্র এব্রেমাজি সিনকারে, তিনি এবং রাষ্ট্রপ্রধানের প্রবাসী বিষয়ক উপদেষ্টা। তিনি বলেন, জলসার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এর সফলতার বাস্তব চিত্র ছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা, সকল অংশগ্রহণকারীর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার স্পৃহা দেখার মত ছিল। সমস্ত ভাষণ ও বক্তৃতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। বক্তারা পারস্পরিক ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার নসীহত করেছেন। পুনরায় তিনি বলেন, যুগ খলীফা উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণে সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করার যে নসীহত করেছেন তাতে আমি অভিভূত। তিনি ব্যক্তিগতভাবে লোকদের সাথে সাক্ষাতও করেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৃদ্ধ ও যুবক শ্রেনীর সাথে সাক্ষাতের ফলে আমার হৃদয়ে আশা জেগেছে, বর্তমান সমস্যাবলী সত্ত্বেও পৃথিবীর ভবিষ্যত উজ্জ্বল আর এমন লোকদের পাওয়া গেছে যারা পৃথিবীকে সমগ্র মানবতার জন্য শান্তিপূর্ণ আবাসস্থলরূপে তৈরী করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ৪০ হাজারের অধিক অতিথির আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনা জামাত যেভাবে পরিচালনা করেছে তা দেখেও আমি আশ্চর্য হয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুবক শ্রেনীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং স্বেচ্ছাসেবার প্রেরণা সবচেয়ে বেশি আমার মনকে অভিভূত করেছে। তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা, ব্যবস্থাপকদের প্রতি সম্মান এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমার মনমস্তিষ্কে যে রেখাপাত করেছে তা চির অম্লান থাকবে। আর পৃথিবীর ভবিষ্যত উজ্জ্বল কেনন, এমন যুবকেরা পৃথিবীকে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট।

অতএব, আমাদের যুবকদের যে প্রভাব অন্যদের উপর পড়ে তা-ও এক নীরব তবলীগই বটে।

লুইস কার্লোস উসিলবা একজন সাংবাদিক। ব্রাজিলের মেট্রোপোলিস থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, সব কিছু খুবই ভাল লেগেছে। ১১৮ দেশের মানুষের এক স্থানে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের পরস্পরের সাথে সম্মান,ভদ্রতা, প্রফুল্লচিত্ততা এবং সহানুভূতির সাথে সাক্ষাত করা আমার কাছে অনেক ভাল লেগেছে। তিনি জলসার অনুষ্ঠানগুলোর প্রশংসা করেছেন। পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়েও তিনি বলেন, অতিথিদের জন্য বেশ ভাল ব্যবস্থা ছিল। তিনি বলেন,এটি একটি অসাধারণ বিষয়। তিনি বলেন, আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই, এত বড় জলসায় যে সহস্র সহস্র মানুষকে কর্মরত দেখেছি তাদের মাঝে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না বরং সবাইকে একটি আবেগ ও স্পৃহা নিয়ে কাজ করতে দেখেছি। স্বেচ্ছাসেবকরা নিঃস্বর্থভাবে সেবা করছিলেন।

এরপর রয়েছেন স্পেনের প্রতিনিধিদলের এক ব্যক্তি, যিনি পেশায় একজন ইতিহাসবিদ, অর্কাইভিস্ট এবং কর্ডোভার উনদুলুস লাইব্রেরিতে কাজ করেন। তিনি বলেন, জলসা সালানার আমন্ত্রণে এখানে এসেছি। আমি এজন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি ইসলাম এবং ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনাদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমার প্রতি পরম বিনয় দেখানো হয়েছে। আপনারা আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। আমি কখনও ভুলতে পারব না। বিভিন্ন ধর্মের এবং সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের এত বড় জনসমাবেশ ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখি নি। নিশ্চয় এসব লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছিল। আহমদীয়া জামাত আজকের যুগে সত্যিকা অর্থেই দৃঢ়তা ও সাহস এবং সংগ্রামের একটি আদর্শ স্থাপন করেছে। এই দৃষ্টান্তকে আমার প্রাত্যহিক জীবনে আমার দৃষ্টিপটে রাখব। আমার জন্যও এটি শিক্ষনীয় বিষয়।

ইতালির এক সাংবাদিকও এসেছিলেন, যাঁর নাম মারপোরস প্যান্টি। তিনি একটি সংবাদপত্রের চিফ এডিডর। তিনি বলেন, আমি জলসার ব্যাপারে পূর্বেও শুনেছিলাম এবং পড়েছিলাম। কিন্তু এতে অংশগ্রহণ করা একেবারে ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা। আমি স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ দেখে খুবই অভিভুত। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যা দেখা গেছে তা হল উন্নত মানের শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা। এত বড় জনসমাবেশের নিরিখে এটি অনেক কঠিন কাজ হবে। তিনি বলেন, এত বড় পরিসরে শৃঙ্খলঅ ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। কিন্তু সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা জলসা সালানাতে আমি দেখেছি তা হল নামায। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নামায

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

একটি বিশেষ মর্যাদা রাখে। তিনি বলেন, আমি মুসলমান নই, কিন্তু আমি মনে করি যেভাবে আহমদীরা নামায পড়ে এটা প্রত্যেক মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আমি সেখানে হাজার হাজার লোকদের আগ্রহ ও মনোযোগ দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। সাংবাদিক হিসেবে আমি অনেক লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি। নতুন লোকদের পাশাপাশি পূর্বপরিচিতদের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সম্পর্কেও আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

সেনেগালের কোল্ডা রিজিওনের গভর্ণর সির আন্দ্রু সাহেবও জলসায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি জলসায় প্রথমবার যোগ দিয়েছি। পুরো সততার সাথে আমি বলছি, যে শৃঙ্খলা আমি জলসায় দেখেছি সেটা আজকের পূর্বে কখনো দেখিনি। খলীফাতুল মসীহর প্রতি আহমদীদের যেভাবে ভালবাসা রয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি গভর্ণর হিসেবে অনেক সফর করেছি,কিন্তু এত গভীর ভালবাসার দৃষ্টান্ত কোথাও দেখি নি। তিনি বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সেসব উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়েচে সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছে। এই জলসায় যে বিশেষ বিষয়টি আমি দেখেছি সেটি হল ত্যাগের স্পৃহা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে এটিও নির্ধারণ করেছেন যে, একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর যা তিনি দেখেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি অপরকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়। ছাত্রজীবনে আমি খেলাফতের ব্যাপারে শুনেছিলাম। কিন্তু প্রকৃত ও সত্যিকার খেলাফত আমি শুধু আহমদীয়া জামাতের মাঝেই প্রত্যক্ষ করেছি। সমগ্র মুসলিম উম্মত যদি আহমদীয়া জামাতের অনুসরণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে মুসলমানরা সফল হবে।

কলম্বিয়ার একজন অতিথি ছিলেন রোযা ভেলেন্সিয়া সাহেব। তিনি বলেন, ইম এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা ও যুগ খলীফার তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ এবং আহমদী সদস্যরে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। জলসা সালানাতে যা কিছু দেখেছি তাতে আশা ও প্রেরণা জাগে যে সময় সংকটপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস রাখা উচিত। তিনি বলেন, খোদা আমাদের সঙ্গে আছেন। খলীফার বাণী আমার হৃদয়ের গহীনে প্রবেশ করে। কেননা, শান্তি একটি চূড়ান্ত কাম্য বিষয় এবং উত্তম জীবনের মাধ্যমও বটে। অতঃপর তিনি স্বেচ্ছাসেবীদের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ছিল। আতিথেয়তা ছিল অসাধারণ। সর্বত্র হাসিমুখ দেখেছি। জলসা সালানার স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক সেবা পৃথিবীর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং সত্যান্বেষীদের জন্য প্রেম ভালবাসার এক অনুপম শিক্ষা।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত আর্জেনটিনার রাষ্ট্রদূত জেবিয়ের ফাগুরা জলসার প্রথম দিন অংশগ্রহণ করেন। জলসার ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হন যে, পরবর্তীতে তিনি আর্জেন্টিনা ও আশপাশের ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিনিধিগণ যারা জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সবাইকে রীতিমত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁর দূতাবাসে আমন্ত্রিত করেন,যেন অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতগণ ও তাঁর দূতাবাসে নিযুক্ত কূটনীতিকদের জলসা সম্পর্কে অবহিত করা যায়। তিনি বলেন, জামাতের শিক্ষা ও বিশেষভাবে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখে তিনি অভিভূত হয়েছেন এবং নিজেরই এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছেন। আর বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও কূটনীতিক শ্রেণীর কাছে জামাতের পরিচয় তূলে ধরতে চেষ্টা করবেন।

চিলি থেকে তিন ব্যক্তি এসেছিলেন। তারা একটি খৃষ্টান সংগঠনের সদস্য। তাদের মধ্যে ড.নেস্ত্রো সোতো খৃষ্টান ধর্মযাজক যিনি ধর্মতত্ত্ববিদও বটে। তিনি চিলির একটি খৃষ্টান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেন, যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হচ্ছে জামাতের ঐক্য ও পারস্পরিক ভালবাসা। তিনি বলেন, আমি চল্লিশ বছর যাবৎ সমগ্র বিশ্বে খৃষ্টানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি,কিন্তু আহমদীয়া জামাতের জলসার ন্যায় শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকর্মীদের মাধ্যমে পরিচালিত এত বড় অনুষ্ঠান আমি কোথাও দেখি নি। (তিনি) অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ও সরকারের সাথেও তাঁর সম্পর্ক আছে এবং সেখানেও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সমবেত করে ধর্মীয় সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা করে থাকেন। তার ধারণা অনুসারে আমাদের জলসার সাফল্যের রহস্য হচ্ছে আমাদের একতা যা যুগ খলীফার সত্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের খেলাফতও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তার অভিমত হচ্ছে,এটি একটি নিদর্শন যে, এই জামাত প্রতিষ্ঠার একশ ত্রিশ বছরের অধিককাল পরেও এখনও আমাদের মধ্যে কোন ধরণের বড় মতভেদ ও ফির্কাবাজি সৃষ্টি হয় নি। তিনি বলেন, আমাদের ইভানজেলিকাল খৃষ্টান সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতাই হচ্ছে নেতৃত্ব লাভের জন্য পারস্পরিক বিবাদ ও মতভেদ। এর বিপরীতে আপনাদের জলসার ব্যবস্থাপনা ও অনুষ্ঠানাদি দেখে বোঝা যায় যে, আপনাদের জামাত এক দেহ সদৃশ। যুগ খলীফা সেই দেহের মাথা ও মস্তিষ্ক আর বাকি জামাত সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কের নির্দেশ ও ইঙ্গিত অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং খেলাফতের এই গুরুত্ব অন্যরাও অনুধাবন করে।

স্পেনের এক তবলীগাধীন বন্ধু এলওয়ে পেরের সাহেব বলেন,এই জলসায় আমার সাথে বাদশাহর চেয়েও উত্তম আচরণ করা হয়েছে। অনেক খাতির যত্ন করা হয়েছে। সব সময় নিজের ঘরের পরিবেশ অনুভব করেছি। আহমদীয়া জামাতের স্বেচ্ছাসেবীদের চল্লিশ সহস্রাধিক লোকের সেবা করা একটি মহান নিদর্শন। আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সময় আমি আহমদীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এটি সচল ও জীবন্ত ইতিহাসের একটি অংশ ছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আমি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে অনুভব করেছি। তিনি বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি (অথচ তিনি মুসলমান নন), কিন্তু আল্লাহ্ সংক্রান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন ধর্মে সমান ও অভিন্ন। নিঃসন্দেহে জলসার দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লাকে আপনার সাথে এবং সকল আহমদীদের সাতে দেখা গিয়েছে। আমি রবিবার আহমদী সম্প্রদায়কে তাদের ঈমান নবায়ন করতে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। তাদের মধ্যে বেশিরভাব আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে কাঁদছিল। জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ আমার ভাল লেগেছে। এখান থেকে আমি নিজের সাথে বিশেষ বাণী নিয়ে এসেছি। যেমন,সহমর্মিতা ব্যতীত কোন ধর্ম, ধর্ম হতে পারে না। যে মুসলমান মানবজাতির প্রতি দয়া করে না সে মুসলমান বা আল্লাহ্র অনুসারী হতে পারে না। মসজিদে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি আমাকে আরো লিখেছেন, আমি স্বীকার করছি, যে বিষয়টি আমার সব চেয়ে পছন্দ হয়েছে তা হল আপনার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাত। এরপর তিনি তার টি-শার্টের উপর স্বাক্ষর করানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন,আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যান।

কানাডার সংসদ সদস্য কেল সেওয়াগ সাহেব বলেন, জলসায় যোগদানকরা আমার জন্য অনেক বড় একটি বিষয় ছিল। যেখানে নিজ ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা ও স্বেচ্ছাশ্রমের শিক্ষা পাওয়া যায়। আহমদীয়া জামাতের উপর যে অত্যাচার চলছে এ সম্পর্কে বলেন, সমস্ত বিশ্ববাসীর এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত এবং আহমদীদের সাহায্য করা উচিত, আহমদী উকিলদের সাহায্য করা উচিত। আহমদী মসজিদসমূহকে ধ্বংস করা হচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত। এরপর তিনি বলেন, নোট নেওয়ার জন্য একটি ডায়েরী নিয়ে এসেছিলাম।, কিন্তু বক্তৃতা শোনায় এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে, নোট নেওয়ার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

কানাডার আদিবাসী জাতির ভাইস চীফ ভদ্রমহিলা এলিভের বলেন, এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমি এবছর আমার আরো কয়েকজন স্বদেশীয় বন্ধুদের সঙ্গে জলসায় যোগদান করতে পেরেছি। আমার জন্য আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্ত ছিল। আমি আমার জীবনে কখনও এমন অনুষ্ঠান দেখি নি যা প্রত্যেক মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে আনে। প্রত্যেকেই আবেগাপ্লুত ছিল আর আমিও আবেগে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, যদিও আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের পদ্ধতি আমাদের ইবাদতের পদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, কিন্তু আমাদের ইবাদতের মধ্যে কখনও আমি এমন আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি নি যা আজ আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের সময় অনুভব করেছি। আমি নিজের সঙ্গে ভালবাসা ও শান্তি বাণী নিয়ে ফেরত যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমার জাতিকে আপনাদের বাণী 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারে পরে' পৌঁছে দিব। আর আমার জন্য এখানে আসা অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয়।

হন্ডুরাসের একজন টিভি সঞ্চালিকা বলেন, আমি যুগ-খলীফার বক্তৃতা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনেছি, জলসায় যোগদান করেছি, বক্তাদের বক্তৃতা শুনেছি। আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি যে, এরূপ মহান সুযোগ আমি পেয়েছি। অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা ও বিনয় দেখেছি। এরূপ সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনা আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নি। লাজনাদের উদ্দেশ্যে আমার ভাষণের পর তিনি বলেন,হন্ডুরাসে আমাদের সকলের এটি খুব প্রয়োজন অর্থাৎ নারীদের অধিকার সম্পর্কে বলা। তিনি

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)**

বলেন, আমি এ বিষয়ে একটি পৃথক ভিডিও-ও প্রস্তুত করব যেন মানুষ সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারে।

তুর্কির প্রিন্টিং প্রেসের মালিকপক্ষে কয়েকজন লোক এসেছিলেন। তারা আমাদের বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছে। অনেক সুন্দর কুরআন করীমও সেখান থেকে ছেপেছে। আপনারা বুক স্টলে সেটি দেখেই থাকবেন। এই প্রেসের মালিকপক্ষের লোকেরা এসেছিলেন। এর পরিচালক বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়া সত্বেও এত বড় একটি সম্মেলন যত সুন্দর ভাবে আপনারা কোন বড় সমস্যা ছাড়াই বাস্তবায়ন করেছেন তা আমার জন্য অত্যন্ত আশ্চর্যজন বিষয়।

ল্যাটিভিয়া থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারী একজন সমাজকর্মী ভদ্রমহিলা আগিযা ওযানে সাহেবা বলেন, আমরা যখন থেকে এখানে এসেছি খুব সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থাপন করছি। সবার মুখ হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পাচ্ছি। এক অদ্ভুত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। আমার তো এ চিন্তা হচ্ছে যে, নিজের পরিবেশে যখন ফিরে যাবো তখন আবার সেই পুরোনো অবস্থা ফিরে আসবে যেখানে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে এবং মানুষ একে অপরকে চোখ রাঙায়।

আইসল্যাণ্ড থেকে ফ্যামিলি ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড পিস- এর মিশনারী পোল হারমান বলেন, আমার জলসা সালানায় আসার অভিজ্ঞতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই চমৎকার ছিল। জামাতের সকল সদস্য যাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে তারা কোমল হৃদয়ে অধিকারী, ভদ্র, অপরের প্রতি যত্নবান ও সেবার জন্য সদা প্রস্তুত। আবাসনের খুবই উত্তম ব্যবস্থাপনা ছিল। আ এ সব কিছুই তিনটি স্মরণীয় দিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এবং এত বৃহত সংখ্যক জনসমাগমকে দৃষ্টিপটে রেখে (এক কথায়) ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত ছিল। তিনি আরো বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে কর্মীরা এতটা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন যে, তাদের উপর সর্বোচ্চ চাপ আসলেও তারা বিচলিত হতেন না।' তারপর তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতাও এই উত্তম ব্যবস্থাপনার অংশ ছিল। আমার বিশ্বাস, তাদের এত উত্তম প্রস্তুত হল জামাতের সদস্যদের উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন। এছাড়া তারা নিজেদের শিক্ষার উপরও আমল করে।' অতএব মেহমান ও মেজবানদের (আচার-ব্যবহারের) অনেক প্রভাব অন্যদের উপরও পড়ে।

অনুবাদ সম্পর্কে বা বক্তৃতার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, 'মাঝে মাঝে আমার অনুবাদ বুঝতে অসুবিধা হতো কিন্তু যাইহোক যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা বেশ উপভোগ করেছি। '

হল্যাণ্ডের একজন উকিলও নিজ অভিব্যক্তি এভাবে প্রকাশ করেছেন।

তারপর হাইতির বিচার বিভাগীয় পুলিশের প্রতিনিধি পি আর ইমানুয়েল বলেন, আন্তর্জাতিক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় যোগদান করে আমার এই অতিথিদের একজন হওয়ার সম্মান লাভ হয়েছে। এই জলসায় অংশগ্রহণ কএর একজন খৃষ্টান হিসেবে আমার কেবল ইসলাম সম্পর্কে নয় বরং ধর্ম সম্পর্কেও অনেক বিষয় শেখার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা এব পৃষ্ঠভূমির মানুষ যাদের কৃষ্টি কালচারও ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কীভাবে একই রঙে রঙীন হয়েছিল। এটি এক বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়।

তিনি বলেন,জলসায় যোগ দানের পর আমি অনেক ভেবেছি যে, আহমদীদের মাঝে যে বিশ্বস্ততা এবং নিজ ধর্মের বিধিবিধান ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয়, প্রশ্ন হল কোথাও তাদের হৃদয়ে কপটতা নেই তো! অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হলে আমার হৃদয় বলে, আহমদীদের মাঝে আপন ভাইয়ের ন্যায় পারস্পরিক সম্প্রীতি তাদের অভিধান থেকে কপটতা নাম শব্দটিকে যেন মুছে দিয়েছে। তিনি বলেন,'আমি যখন আমার দেশে ফিরে যাব তখন প্রেমপ্রীতি, শান্তি, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা, ঈমান, আনুগত্য এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বার্তা নিয়ে যাবে, যা আমর এই বিস্মরণীয় তিন দিনে লাভ হয়েছে।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার একজন নবাগত আহমদী জনাব বেলাল কোদহান সাহেব বলেন, এই অনুভূতি সর্বাদা আমার স্মরণ থাকবে। বিস্ময়কর দিন ছিল। নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রেম-প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক বয়আতে অংশ নেওয়াও আমার জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল। এর মাধ্যমে আমার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক প্রশান্তি লাভ করেছি।

মাইয়োট আইল্যান্ড থেকে ইউনুস সাহেব যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় প্রথমবার প্রবেশ করতেই আমার হৃদয়ে এমন চাপ অনুভূত হয় যেন কোন বিশেষ শক্তি আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। জলসার দৃশ্য দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। তিনি বলেন, জলসা সম্পর্কে যদিও পূর্বেই শুনেছিলাম, তবে যোগদান করে (দেখলাম) এ-তো সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃশ্য।

অতঃপর জলসার কার্যক্রম শুনে বয়আতও হয়েছে। গিনিবাসাও-এ এক ব্যক্তি জলসার অনুষ্ঠান দেখে বয়আত গ্রহণ করেছেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লেখেন-সেখানেও এম.টি.এর মাধ্যমে মানুষ জলসায় অংশগ্রহণ এবং বয়আত করেছে। ১৯৭০ সালে মূসা সাহেবের বিয়ে হয়েছিল এক অ-আহমদী নারীর সাথে এবং তিনি চেষ্টা করেছিলেন এবং দোয়াও করেছিলেন যেন তার স্ত্রী আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মহিলা সম্মত হচ্ছিলেন না। এ বছর জলসার সময় সেই পরিবারটি এমটিএ তে জলসা দেখছিল। তাদের সাথে তাঁর স্ত্রীও জলসা দেখেন এবং আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানেও অংশ নেন। আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানের পর তিনি বলেন, এই জলসা আমার উপর এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছে আর খলীফাতুল মসীহর বক্তৃতামালা আমার মাঝে এক অদ্ভুত পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। আমি আন্তর্জাতিক বয়আতের পূর্বেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলাম যে, এখন আমি আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতএব, এভাবে জলসার কল্যাণে তাঁর স্ত্রী-ও আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। এ ধরণের বহু ঘটনা রয়েছে যা জলসার পর এসেছে এবং এখনও হতে থাকবে, জলসার অনুষ্ঠানমালা শুনে যারা বয়আত গ্রহণ করেছেন (তাদের সম্পর্কে)।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি যেমনটি বলেছি, অসংখ্যা মতামত রয়েছে এবং মন্তব্য এসেছে। সব এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি যেন এই জলসার এমন ফলাফল প্রকাশ পায় যা আহমদীদের জীবনকে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পৃক্ত করবে। তাদের ঈমান ও বিশ্বাসযেন সমৃদ্ধ হয় আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আগমণের উদ্দেশ্যকে যেন পূর্ণ করে। আর অন্যদের মাঝেও এমন প্রভাব সৃষ্টিহোক যা কেবল সাময়িক হবে না, বরং স্থায়ীভাবে তাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী হবে আর তারা ইসলামের শিক্ষাকেই নিজেদের এবং পৃথিবীবাসীর মুক্তির কারণ মনে করবে।

প্রচার মাধ্যমেও জলসার অনুষ্ঠানমালা দেখা ও শোনা হয়েছে। এর মাধ্যমেও ব্যাপক পরিচিতি লাভ হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে ২৪ টি চ্যানেল বক্তৃতাগুলো প্রচার করা হয়েছে, বিশেষত আমার সবকটি বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে। অন্যান্য দেশও এর অন্তর্ভুক্ত আর চার কোটির বেশি মানুষ তা শুনেছে।

সাংবাদিক এবং প্রচার মাধ্যমের কর্মীদের জন্য মিডিয়া সেন্টার প্রস্তুত করা হয়েছিল। এতে তেইশটি মিডিয়ার পরিচালক এবং সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন আর প্রাত্যহিক ভিত্তিতে তারা রিপোর্ট তৈরী করেছেন। এভাবে মোট ৭২টি নিউজ রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে যা আনুমানিক ৫ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে। ৪১টি ওয়েব সাইট থেকে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে আর সেসব ওয়েবসাইটের পাঠক সংখ্যাও ১ কোটি ৯০ লক্ষ বলা হয়ে থাকে।

জলসা সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৫টি। এগুলোর পাঠক সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ১৪টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সেগুলোর দর্শক সংখ্যাও ২ কোটি উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ৩৭টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এর শ্রোতার সংখ্যা ৮০ লক্ষ উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৩টি আর এবছর হয়েছে ৩৭টি, যার শ্রোতা সংখ্যা ৮০ লক্ষ। মানুষ তাদের মতামতও প্রকাশ করেছে। এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

অসংখ্য টিভি চ্যানেল রয়েছে, যার মধ্যে বিবিসি প্রমুখও অন্তর্ভুক্ত, যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বহু নিউজ চ্যানেলও অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও অনেক চ্যানেল রয়েছে। যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসার সংবাদ পৌঁছেছে , জামাতের পরিচিতি তৈরী হয়েছে, ইসলামের পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিনীয় এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে সর্বদা নিজেদের সংশোধন করার তৌফিক দান করুন আর সর্বদা আমরা যেন জামাতের সাথে এক বিশেষ এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষাকারী হই আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হই।

এখানে যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৫ সনে, তাতে সম্ভবত ৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল।এর পূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে একটি জলসা ৮৪ সনেও হয়েছিল, কিন্তু তা খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। যথারীতি জলসা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।

সম্ভবত এতে ৫ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন আর এর সুচারু পরিচালনা নিয়েও ব্যবস্থাপনা খুবই চিন্তিত ছিল। এখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যের খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় বা লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমায় এর চেয়ে অনেক বেশি উপস্থিতি হয়ে থাকে। আর খুবই উত্তমরূপে এই অঙ্গসংগঠনগুলোও (জলসার) ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাজ্য জামা'ত (জলসার) ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

কর্মকর্তাদের নিজেদের সংশোধন করা উচিত এবং পর্যালোচনা করা উচিত যে, যা কিছু তারা করছে তা কুরআনের শিক্ষাসম্মত কি না, আল্লাহ্ তা'লা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা সম্মত কি না। যদি কর্মকর্তাগণ নিজেদের পদের প্রতি সুবিচার করেন এবং খোদাভীতির স্পৃহা থেকে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করেন তবে তাদেরকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেই সব লোকের উপর অভিযোগ বর্তাবে যারা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলছে।

আপনার ব্যক্তিগত মতানৈক্য থাকতে পারে যার নিষ্পত্তি সম্ভব কিম্বা আপনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা যুগ খলীফার কাছে বিষয়টি নিয়ে যেতে পারেন। একথা বোঝানোর পরও যদি সে ক্ষান্ত না হয় বা হঠধর্মিতা প্রদর্শন করে, তবে আপনি তার জন্য দোয়া করুন এবং কিছু সময়ের জন্য তার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিন যাতে সে বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে বলছিল তা ভুল ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার জন্য দোয়া করতে থাকুন। আপনি যদি মনে করেন, এটা জামাতের সুনাম হানির কারণ হচ্ছে কিম্বা জামাতের ক্ষতি করছে তবে আপনার উচিত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা যে, এই ব্যক্তি জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, কেবল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং জামাতের বিরুদ্ধেও। এটা আপনার কর্তব্য।

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) গত ২৩ শে অক্টোবর ২০২১ তারিখে পশ্চিম কানাডার মজলিস খুদামুল আহমদীয়ার ছাত্রদের সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত

ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আ.) গত ২৩ শে অক্টোবর ২০২১ তারিখে পশ্চিম কানাডার মজলিস খুদামুল আহমদীয়ার ছাত্রদের সঙ্গে অন লাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার এই সাক্ষাতানুষ্ঠানের জন্য ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত এম.টি.এ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ১১৫ জন খুদ্দাম ছাত্র বায়তুন নুর মসজিদ (ক্যালগিরি) থেকে অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ছাত্ররা একে একে নিজেদের প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ার এই নসীহত করেন যে, মজলিসে আমেলার সদস্যদেরকে নিজেদের দৃষ্টান্ত আদর্শ হিসেবে তুলে ধরতে হবে। হুযুর আনোয়ার এ বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন যে সমস্ত সদস্য যেন যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। অতঃপর ইসলামের তবলীগের জন্য নিত্যনতুন পন্থা সন্ধানের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, এই ধারণা যেন মনের মধ্যে জাঁকিয়ে না বসে যে, ইসলাম প্রসারের সেই সব গতানুগতিক পথই অবলম্বন করতে হবে। বরং আপনাদেরকে দেখতে হবে যে, কার্যকরী উপায় কোন্‌টা যার মাধ্যমে মানুষ ইসলামের বাণী গ্রহণ করতে পারে এবং তার পর সেই নতুন পন্থাকে কাজে লাগাতে হবে।

মুহতামিম খিদমতে খালক (ঘানাইয়ান বংশোদ্ভূত) নিজের বিভাগের সঠিক পরিভাষার জ্ঞান ছিল না। হুযুর আনোয়ার বেশ কয়েকবার তাঁর জন্য 'মুহতামিম খিদমতে খালক' শব্দটির পুনরাবৃত্তি করেন যাতে তাঁর মনে গেঁথে যায়। এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন, এই শব্দটি আপনার জানা থাকা উচিত এবং এর পুনরাবৃত্তি করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার সেই খাদিমকে প্রশ্ন করেন, আপনাদের খিদমতে খালকের পরিকল্পনা কি?

খাদিম নিবেদন করেন, আমাদের একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে খিদমতে খালকের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের কাজ খুব সামান্য তবুও এর ভাল প্রভাব রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের উচিত বয়োবৃদ্ধদের বাড়িতে যাওয়া। এই সব দেশে এরা অবহেলিত ও বঞ্চিত। আপনারা তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে তারা খুশি হন। কেননা, তাদের কাছেরা মানুষগুলো তাদেরকে দেখা করতে আসে না। অনুরূপভাবে আপনাদেরকে আফ্রিকার দেশগুলোতে হ্যান্ডপাম্প বসানোর জন্য অন্তত প্রতি বছর কিছু না কিছু অর্থ একত্রিত করা উচিত। আপনারা যদি এর থেকে বেশি খরচ করতে না পারেন, তবে ফিনল্যাণ্ড জামাতের পক্ষ থেকে বছরে অন্তত একটা হ্যান্ডপাম্প বসানো উচিত। এরজন্য আপনারা পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

মুহতামিম আতফালকে হিদায়াত দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন-অন্তত এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন যেন পনেরো বছর পর্যন্ত আতফালদের এতটা প্রশিক্ষিণ হয়ে যায়, যখন তারা খুদ্দামে পদার্পণ করবে তখন জামাত ও মজলিসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আতফাল থাকা পর্যন্ত তারা খুব ভাল থাকে। পনেরো বছর বয়সে পৌঁছনোর পর তারা স্বাধীনতা পেয়ে যায় আর তখন তারা নষ্ট হয়। আসল কাজ হল পনেরো বছরের পর তাদের আগলে রাখা আর পনেরো বছর পর্যন্ত ভালভাবে আগলে রাখতে পারলে সব সময় তারা জামাতের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন, যে সব খুদ্দামদের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করেও সম্পর্ক অটুট থাকে না, তাদের বিষয়ে আমাদের করণীয় কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছোট্ট একটি দেশ, যোগাযোগ বজায় রাখুন। এটা তো আর অস্ট্রেলিয়া নয় যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই চেষ্টা করুন। যোগাযোগ বজায় রাখা অবশ্যই উচিত। এর মানে আপনাদের মধ্যে অলসতা রয়েছে যার কারণে যোগাযোগ বজায় থাকছে না, এটা তো আমেলাদের অলসতা, কর্মকর্তাদের অলসতা যারা যোগাযোগ রাখে না। বুঝতে পেরেছেন? এমন একটা ব্যবস্থাপনা তৈরী করুন যাতে সকলের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়। আমি মুরুব্বী সাহেবকে বলেছিলাম একটু বাইরে বেরিয়ে মানুষের সঙ্গে সালামা-কালাম করুন, মুখে কোন কথা না বললেও কেবল এতটুকু প্রচেষ্টাতেও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হওয়া সম্ভব। আপনারা তখন যোগাযোগ করেন যখন চাঁদা নিতে যান বা রিপোর্ট নিতে যান বা সাফাই অভিযান (ওয়াকারে আমল) এর জন্য আহ্বান করতে যান। মোটকথা যখন আপনাদের কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করার থাকে, তখন যান তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কখনও মনে হয় না যে, চলো দেখি আমার ভাই কি অবস্থায় আছে! অথবা এমন চিন্তাও মাথায় আসে না যে ঈদের দিন তাকে আসসালামো আলাইকুম বলে ঈদের উপহার দিয়ে আসি। খুদ্দামুল আহমদীয়া পাঠিয়ে দিক, আপনারা গরিব হলে খুদ্দামের বাজেট থেকে পাঠাতে পারেন না? এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি তৈরী হবে যে, জামাতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে, জামাত তাদের দিকে দৃষ্টি রাখে। তাই এইভাবে যোগাযোগ রক্ষা করুন। কোন কাজ না থাকলেও তাদেরকে সালাম করে আসবেন। তবেই তাদের মধ্যে চেতনা তৈরী হবে। কোন নেহাতই কানকাটা স্বভাবের হলে ভিন্ন কথা, কিন্তু বাকিদের মধ্যে অনুশোচনা হবে।

একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, জুমআর নামাযের জন্য কিভাবে কার্যকরী উপায়ে খুদ্দামদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, মুহতামিম তরবীয়তের উচিত খুদ্দামদের মাঝে মধ্যে জুমআর নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকা। তাদের বলা উচিত যে, একটি জুমআ না পড়লে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায় আর পরের জুমআ না পড়লে আরও একটি দাড় পড়ে যায় আর তৃতীয় জুমআ না পড়লে গোট হৃদয় কালো হয়ে যায়। আর যাদের নিতান্তই অপারগতা আছে তাদের ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জুমআর নামায পড়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব' - এই অঙ্গীকারের মানে কি , সেটা তাদেরকে বোঝান। মসজিদ দূরে হলে চার বা পাঁচজন খুদ্দাম একসঙ্গে মিলে বাজামাত জুমআর নামায পড়তে পারে। যাইহোক আপনাকে বার বার জুমআর নামাযের বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এটা তরবীয়ত বিভাগেরই অন্যতম কর্তব্য।

অপর এক খাদিম প্রশ্ন করে যে, আমরা যে সব তবলীগি পামফ্লেট বিতরণ করি তাতে আঁ হযরত (সা.) এর নামও থাকে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের ছবিও থাকে। আমরা যখন সেগুলি বিতরণ করি, তখন কিছু মানুষ সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে দেয় অথবা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। হুযুর! এ বিষযে আমাদের করণীয় কি? হুযুরের দিক-নির্দেশনা চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেখানে খুব জরুরী একমাত্র সেখানেই ছবি ছাপান। যেখানে ছবি ছাপানোর বেশি প্রয়োজন নেই সেখানে ছাপানোর প্রয়োজন নেই। বেশ। আর যে যাকে বিতরণ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত যে, আমি এটা দিচ্ছি, এটা কি আপনি নিতে চান? যারা নিতে আগ্রহী তাদেরকে দিন। আর যেহেতু ছবি নষ্ট করে বা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়, ছবির উপর মানুষ হেঁটে যায়- তাই কাউকে জোর করে দেওয়ার দরকার নেই। যে নিতে চায় তাকেই দিন। যাইহোক তারা তো এর কোন মূল্য দেয় না। তারা এমনটা করবেই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারে। তাই যেখানে নিতান্ত জরুরী সেখানেই ছবি ছাপাানো উচিত। অন্যান্য স্থানে ছাপানোর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তবলীগ করার জন্য এগুলো তো করতেই হয়। কিছু না কিছু সমস্যা তো আছেই। আর অনেক সময় মর্মযাতনাও সহ্য করতে হয়।

একজন খাদিম প্রশ্ন করে যে, কিছু মানুষ নিজে কাজ না করার অজুহাত পেশ করে বলে, সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকেও ততটাই আয় হয়ে যায় যতটা নিজে কাজ করলে হয়। এমন ব্যক্তিদের কিভাবে নিজে কাজ করার প্রতি মনোযোগী করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে বলুন, তোমরা সদকা গ্রহণ করা পছন্দ কর না কি সদকা দান করতে? ইসলাম অনুসারে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- দানকারী হাত গ্রহণকারী হাতের চেয়ে শ্রেয়। তাই নিজেদের মুসলমান তথা আহমদী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে ইসলামের এই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত কর এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ মান্য কর। তোমরা তো নীচে হাত রেখে চাওয়া শুরু করেছ, সদকা খাচ্ছ। অথচ একজন স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম যুবকের সদকা নেওয়ারও কোন সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। এমন ব্যক্তিকে বলুন, এটা তো লজ্জার কথা, তোমরা ভিক্ষুক সেজে বসে আছ। পাকিস্তানে থাকলে ভিক্ষুক হয়ে চাওয়া সহ্য করতে পারতে? এখানে এলে পরেই ভিক্ষুক হয়ে যাও। আত্মাভিমানে আঘাত করে দেখুন ঠিক হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি যে কথাগুলি বলেছি সেগুলি বাস্তবায়িত করুন এবং নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করুন এবং এক নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এবং চেষ্টা করুন নিজেদের পরিকল্পনার একশ শতাংশ লক্ষ্যে পৌঁছনোর। এটাই আসল জিনিস। কেবল অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি কোন কাজে আসবে না। অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করে বলে দিলেন যে অঙ্গীকার পালন হয়ে গেল,এমনটি করলে হবে না। আমরা দোয়া করে নিয়েছি। নতুন আমেলা কমিটি দোয়া করেছে আর এই দোয়াতে সব কিছু এসে গেছে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশলনাল, ৩০ শে নভেম্বর,২০২১)

১১ পাতার পর.....

আমাদের দেশ ভারত এক গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও ধর্মালম্বী মানুষ পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে যে কোন ধর্মের অনুসারী হিসেবে ঘোষণা করার অধিকার রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু মুসলিম সংগঠন এবং ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মুসলেমার ধর্মীয় অধিকারকে আত্মসাৎ করার অপচেষ্টা করা হয়।

ভারতের একটি রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি মুসলিম সংগঠনের দেওয়া ফতোয়ার ভিত্তিতে জামাতে আহমদীয়া মুসলেমাকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছিল। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্তকে বেআইনী ও অসংবিধানিক ঘোষণা করেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ভারত সরকারের পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

আমাদের দেশ ভারত এক গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের বৈশিষ্ট্য হল এখানে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও ধর্মালম্বী মানুষ পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে যে কোন ধর্মের অনুসারী হিসেবে ঘোষণা করার অধিকার রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু মুসলিম সংগঠন এবং ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত মুসলেমার ধর্মীয় অধিকারকে আত্মসাৎ করার অপচেষ্টা করা হয়।

এটা দেশের শান্তিপূর্ণ বাতাবরণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্বেষ ছড়ানোর এবং মানুষকে প্ররোচিত করার চেষ্টা।

জামাত আহমদীয়ার মতে মুসলমানদের কেবল সেই পরিভাষাই গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য যা কুরআন করীমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আর আঁ হযরত (সা.) এর পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং একথা প্রমাণিত হয় যে খলীফায়ে রাশেদীন এর যুগে সেগুলির উপর আমল হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন-

"ইসলাম হল তোমরা ,,,,,,, এর সাক্ষ্য দিবে এবং নামায কায়েম করবে, যাকাত দান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে এবং পথের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ্ হজ্জ করবে।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ভারত মনে প্রাণে ইসলামের এই মৌলিক বিষয়গুলির উপর আমল করে। এই জামাত একটি শান্তিপ্রিয় জামাত এবং দেশের আইন মান্যকারী জামাত। এই জামাত সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসের কারণে সারা দেশে সুপরিচিত।

অনুরূপভাবে আহমদীদের সম্পর্কে মৌলবীদের পক্ষ থেকে এমন মিথ্যা অপবাদও আরোপ করা হয় যে, আহমদীরা ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) কে মানে না কিম্বা তাদের কলেমা ভিন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব মনগড়া এবং মিথ্যা অপবাদ। আহমদীয়া মুসলিম জামাত মনে প্রাণে আঁ হযরত (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে মান্য করে এবং তাঁরই সম্মান রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের কলেমাও অভিন্ন অর্থাৎ- লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। আর আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন করীম পরিপূর্ণ এবং শেষ শরিয়ত। আর প্রত্যেক আহমদী মনে প্রাণে আরকানে ইসলামের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ এবং আরকানে ঈমানের প্রতি সত্য অন্তকরণে বিশ্বাস করে।

ভারত সরকার ২০১১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্টে জামাত আহমদীয়া মুসলেমাকে ইসলামের একটি ফির্কা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমাকে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। এটি একটি বেআইনি এবং অধর্মীয় কাজ এবং জামাতের সদস্যদের সামাজিক বয়কট করার আহ্বান করা দেশের মানুষের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করা এবং দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নষ্ট করার নামান্তর।

আহমদীদের সামাজিক বয়কট করা প্রসঙ্গে প্রকাশ্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা দেশে বিদ্বেষ প্রচার করা এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়ানো এবং জাতীয় ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়ার কারণ হতে পারে যা প্রতিহত করার জন্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে শান্তি বিনষ্টকারী এমন কার্যকলাপকে অঙ্কুরেই প্রতিহত করা যায়। জামাত আহমদী এর জন্য সরকারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

কে তারিক আহমদ।

(ইনচার্জ, প্রেস ও মিডিয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভারত)

জমিয়তের উলেমায়ে হিন্দ এর পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের কিছু ফতোয়া দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক। কারণ এমন ফতোয়া বৈচিত্রময় ভারতের জাতীয় ও ধর্মীয় ঐক্যের স্পৃহার পরিপন্থী। ফতোয়ার কোন আইনি বৈধতা নেই, এটা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয় বা মর্যাদা প্রসঙ্গে সরকারি হিসেবে প্রশ্ন তোলার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোন ফতোয়া আইনের স্থান নিতে পারে না। তাও আবার এমন ফতোয়া যার ভিত্তি ইসলামী শিক্ষার উপর নয় বরং মৌলবীদের মনগড়া কথার উপর।

সম্প্রতি জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ এর পক্ষ থেকে জারি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্ধ্রপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ড এর পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে 'অমুসলিম' ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানো হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ভারত, জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ এই বিবৃতিকে বিভেদকামী আখ্যায়িত করে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছে। তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এবং ভারতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাংবিধানিক মর্যাদা সম্পর্কে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য রয়েছে। জামিয়তের এই বয়ান ভারতের সাংবিধান বিরোধী এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থীও বটে।

জামাত আহমদীয়া মুসলেমা সব প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে বারবার এই ঘোষণা করে এসেছে যে, এই জামাত মনে প্রাণে একথার স্বীকারুক্তি দেয়- লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্অর্থাৎ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই আর হযরত মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার রসুল এবং খাতামান্নাবীঈন। কুরআন করীম আল্লাহ্ তা'লার শেষ শরিয়ত এবং এর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আছে। আরকানে ইসলাম এবং আরকানে ঈমানের উপর জামাত আহমদীয়া মুসলেমা সম্পূর্ণভাবে আমল করে। তাসত্ত্বেও কলেমা পাঠকারী আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার অধিকার কারো নেই।

ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্ট বারবার আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ইসলামের একটি ফির্কা হিসেবে স্বীকার করার আমাদের অধিকারকে অক্ষুন্ন রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ জাস্টিস ভি.কে আইয়ার, যাঁকে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ধ্বজাবাহক হিসেবে পরিচিতি, ১৯৭০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি নিজের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে বলেন, আহমদীয়া জামাত ইসলামেরই একটি অংশ। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে বলেন, 'আবেগকে সরিয়ে রেখে এবং আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি দেখার পর একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে আহমদীয়া ফির্কা ইসলামেরই একটি ফির্কা, কোন আগন্তুক ফির্কা নয়। "

এছাড়াও ১৯১৬ সালে পাটনা হাইকোর্ট এর পক্ষ থেকে এবং ১৯২২ সালের মাদ্রাস হাইকোর্টের পক্ষ থেকেও আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ইসলমেরই একটি ফির্কা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০১১ সালের ভারতের আদম শুমারীর রিপোর্টেও আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে একটি ইসলামি ফির্কা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

জমিয়তের উলেমায়ে হিন্দ এর পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের কিছু ফতোয়া দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক। কারণ এমন ফতোয়া বৈচিত্রময় ভারতের জাতীয় ও ধর্মীয় ঐক্যের স্পৃহার পরিপন্থী। ফতোয়ার কোন আইনি বৈধতা নেই, এটা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয় বা মর্যাদা প্রসঙ্গে সরকারি হিসেবে প্রশ্ন তোলার জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোন ফতোয়া আইনের স্থান নিতে পারে না। তাও আবার এমন ফতোয়া যার ভিত্তি ইসলামী শিক্ষার উপর নয় বরং মৌলবীদের মনগড়া কথার উপর।

আমরা সকল ধর্মীয় সংগঠন এবং নেতাদেরকে অনুরোধ করছি, তারা নিজেদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিক এবং এমন বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকুক যা সমাজের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য এবং ধর্মীয় সংহতির ক্ষতি করতে পারে। বরং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ককে বিকশিত করার চেষ্টা করেন ইসলাম যার ধ্বজাবাহক।

কে.তারিক আহমদ।

(ইনচার্জ প্রেস এন্ড মিডিয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইন্ডিয়া)

****

২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় প্রস্তুতির নিরীক্ষণ ও কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাতানুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:বিগত বছর কোভিডের কারণে জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। এবছরও পরিস্থিতি কিছুটা তেমনই কিংবা একটু ভাল কিন্তু প্রশাসনিক বিধিনিষেধ রয়েছে, কোথাও শিথিল করা হয়েছে আবার কোথাও বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। যাহোক, এরই মাঝে স্বল্প পরিসরে হলেও জলসা অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ জলসায় এসে নিজেদের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে। আর একইভাবে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার প্রেরণা নিজেদের মাঝে লালন করে তারাও তাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। কর্মীদেরও এমনই আকাঙ্ক্ষা ছিল, যদিও কর্মী এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না- জলসা করা সম্ভব। এ কারণে ব্যবস্থাপনার মাঝে অনেক সময় কিছুটা শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাই আমি তাদেরকে বলি, স্বল্প পরিসরে হোক কিংবা বৃহৎ আকারে- জলসা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ যাতে কর্মীদের তরবিয়ত অব্যাহত থাকে। নীতিগতভাবে সারাবছরই কিছু কিছু কর্মী এনে তাদের তরবিয়ত দেওয়া উচিত ছিল। রাবওয়াতে সরকারী বিধিনিষেধের কারণে বহু বছর যাবত জলসা অনুষ্ঠিত হয় না, তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে কর্মীদের তরবিয়ত প্রদান করতে থাকে। একটি দীর্ঘ সময় যদি এভাবে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে অলসতা দেখা দেয় আবার কাজ ভুলেও যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখানকার কর্মীরা যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এক বছরের মধ্যে তো ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আর এ বছর যেহেতু কিছুটা বিধিনিষেধ রয়েছে তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মীরা হয়তো কিছুটা কষ্টে পড়বেন, আবার অনেকের কাছে এগুলো কোন বিষয়ই না। উপস্থিতি কম হওয়ার কারণে যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৌচালয় এবং শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকেন তাদের হয়তো কোন সমস্যা হবে না কিন্তু আবহাওয়া এমন বিরূপ হয়ে গেছে যে, সেটি তাদের কাজ কমাতে দিবে না।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, বিশেষকরে গোসলখানা এবং প্রক্ষালনে। একইভাবে ট্রাফিকের কাজ যারা করেন তাদেরও হয়তো এবার এত ভীড় সামলাতে হবে না কিন্তু আবহাওয়া এবং কিছু সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকায় মানুষের কাছ থেকে কিছু কটুকথা শুনতে হতে পারে। সেখানেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। খাবারের স্থানেও শৃঙ্খলার সাথে খাওয়াতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এমনভাবে খাবার দিবেন যেন মানুষ নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে খাবার নেয়, কেননা পূর্বে তো মানুষ ভীড় করে খাবার নিত, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে খাবার নিত এবং একসাথে বসে খেত। কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আর যারা ডিউটি দিবেন তাদেরকে এটি অত্যন্ত ভালবাসার সাথে বুঝিয়ে করাতে হবে যেন কোন অতিথি অসন্তুষ্ট না হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব বিষয় রয়েছে, যেমন- রুটি প্লান্ট কিংবা খাবার বিষয়াদি; সেক্ষেত্রে বলা যায়, আমাদের কর্মীরা এখন আল্লাহ্‌র ফযলে এতটাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফলে স্বল্প পরিসরে হোক কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষের জলসা হোক- তারা তা সামলাতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু আপনাদেরকে জলসায় আগত অতিথিদের সেবা করার এবং এক বছরে তরবিয়তের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা পূরণ করার বা কাটিয়ে ওঠার এবং আরও দৃঢ় করার সৌভাগ্য দিয়েছেন, তাই এই দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে নিজ দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করার তৌফিক দান করুন। এছাড়া যে কথা আমি সবসময়ই বলে থাকি এবং যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। সময়মত নামায আদায় করার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

****

অস্ট্রেলিয়ার আতফালদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।

গত ১০ অক্টোবর ২০২০ সালে মজলিস আতফালুলআহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়ার তিফলরা ভার্চুয়াল মোলাকাতে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভ করে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর (আই.)-কে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছিল। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে ধর্মতত্ত্ব; বিজ্ঞান, ইতিহাস এমনকি হুযূরের ব্যক্তিগত স্মৃতি নিয়েও আলোচনা হয়। আমরা আজকের পর্বে এই মোলাকাতের বিশেষ বিশেষ প্রশ্নোত্তর পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করছি।

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির মধ্য থেকে কীভাবে তাঁর নবী মনোনীত করেন?

উত্তরঃ দেখ, এই বিষয়ে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। পৃথিবীতে অনেক মানুষই পুণ্যবান হয়ে থাকে এবং গোড়া থেকেই তারা ধার্মিক। আল্লাহ্ শুরু থেকেই জানেন যে, তারা ভবিষ্যতে নবী হবেন। এজন্য আল্লাহ্ তাদের শৈশব থেকেই প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ তাদের চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, তারা জীবনে কখনো পাপ কাজ করে না। বুঝেছ?আমরা যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি ঘটনা জানি। তিনি (সা.) যখন ৬-৭ বছরের ছোট শিশু ছিলেন। একদিন তিনি যখন একটি গ্রামে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন; আরবের রীতি অনুযায়ী তাঁর মা ঐ গ্রামেতাকে লালন পালনের জন্য দুধমাতার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। লক্ষ্য কর, সেখানে কি ঘটনা ঘটেছিল! সেখানে উপস্থিত সকল বাচ্চারা দেখেছিল যে, সেখানে মহানবী (সা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসে। তখন তিনি শিশু ছিলেন। লোকটি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বুক চিরে ফেললেন। এরপর তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে আনলেন। তারপর এটিকে পরিশুদ্ধ করলেন এবং তাঁর বুকে পুনঃস্থাপন করে দিলেন। এই দৃশ্য দেখে ঐ সকল বাচ্চারা অনেক ভয় পায়। স্বয়ং মহানবী (সা.) অনেক ভীত ছিলেন। ঐ সকল বাচ্চারা সে স্থান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তারা মহানবী (সা.)-এর দুধমাতাকে এই বিষয়টি জানায়। তারপর তিনি দ্রুত বাহিরে বের হয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর দিকে ছুটে যান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কি হল তা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি (সা.) নিরাপদে আছেন। তখন বুঝলেন, এটি আসলে একটি দিব্যদর্শন ছিল। তথা মহানবী এবং ঐ সকল বাচ্চারা দেখেছিল যে, একজন ফিরিশতা আসে এবং তিনি মহানবীর (সা.) বুক চিরে তা পরিশুদ্ধ করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই ঐ ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ করেন যে-কিনা ভবিষ্যতে নবী হবেন। তিনি তাকে প্রশিক্ষণ দেন, গড়ে তোলেন। এটুকুই আমরা জানি। এছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছু আছে যা আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবীগণই ভাল জানেন।

প্রশ্ন: প্রিয় হুযূর, আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি যে, এই বিশ্ব ৭ দিনে তৈরি হয়েছিল। যদি সূর্য ৪র্থ দিনে তৈরি হয়ে থাকে তাহলে তার আগে (সূর্য তৈরি হওয়ার আগের) দিনগুলো কীভাবে কেটেছে বা সেদিনগুলো কেমন ছিল?

উত্তর: দেখ! এ সবগুলো রূপক বর্ণনা। এক জায়গায় আল্লাহ্ বলেছেন, আমার ১ দিন তোমাদের ১ হাজার বছরের সমান। অন্য জায়গায় বলেছেন, আমার একদিন তোমাদের ৫০ হাজার বছরের সমান। যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ১ দিন ৫০ হাজার বছরের সমান। একদিনে যদি ৫০ হাজার বছর পার হয়ে যায় তাহলে ২ লাখ বছর সূর্য ছাড়া পৃথিবীর কী অবস্থা হয়ে থাকবে! এভাবে চিন্তা করতে হবে। অতএব এগুলো আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক না। কেননা, এগুলো রূপক বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন ধাপে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ, চতুর্থ ধাপ, পঞ্চম ধাপ, ষষ্ঠ ধাপ এরপর সপ্তম দিন আল্লাহ্ তা'লা আরাম করলেন, বসে থাকলেন দেখার জন্য যে, তোমরা ঠিকমত কাজ করো কি-না। আত্মা এক নিমিষেই সৃষ্টি হয় নি। বিশ্ব জগতের সৃষ্টি তো কয়েক কোটি বছর পূর্বে হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ভাষ্যমতে ২০ বিলিয়ন বছর পূর্বে এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র কুরআন দ্বারাও এ বিষয়টি সাব্যস্ত যে, এ বিশ্বজগত ১৮.৫ বা ১৯ বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্বে অন্যান্য নক্ষত্রও ছিল। বিগ-ব্যাঙ সংগঠিত হওয়ার পর এই মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছে-তাই না? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এর পূর্বে আরো অনেকগুলো বিগ-ব্যাঙ সংঘটিত হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র আমাদের এই পরিচিত পৃথিবী সম্পর্কেই জানি। তোমরা তো অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছো। সেখানে আদিবাসীরা বসবাস করছে। এই আদিবাসী লোকেরা যারা জঙ্গলে বসবাস করে। তারা বলে যে, আমরা ৪৫ হাজার বছর আগের আদিবাসী। আর আমাদের ধর্মও ৪৫ হাজার বছরের পুরনো। আমরা যারা মুসলমান, খ্রিস্টান বা ইহুদী, আমাদের ইতিহাস কেবল ৬ হাজার বছরের পুরনো। অতএব অস্ট্রেলিয়ার

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যারা আদিবাসী, এরা তো বহু পুরনো মানুষ। প্রত্যেক বিষয়ে আমরা দুই দুই চার নির্ধারণ করে ফেলব– এমনটি সম্ভব নয়। যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ বলেন, এটি প্রথমে আগুনের গোলা ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এর মাঝে পানি সৃষ্টি করলেন। বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, মেঘমালা এসেছে, বৃষ্টি হয়েছে আবার পানি বাষ্পে পরিণত হয়েছে, আবার বৃষ্টি হয়েছে। এভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হয়ে বসবাসের উপযোগী হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ পানি আর ভূমির পরিমাণ মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ। ভূগর্ভে এখনো গলিত লাভা রয়েছে। উপরিভাগে যে আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা নির্গত হয়, তাছাড়া যখন ভূমিকম্প হয় তখন এগুলো ভূগর্ভ থেকে বের হয়। ভেতর থেকে গরম আগুন যা এখন বের হয়, পূর্বে বহিরাংশেও এমনটিই ছিল। এরপরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়েছে তখন এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটে। জনবসতি শুরু হয় এবং মানব সভ্যতার উদ্ভব হয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিপূর্বে এসব কিছুই ছিল না। তখন সূর্য থাকুক বা না থাকুক তাতে আমাদের কি যায় আসে। আল্লাহ্ যখন ভাবলেন, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব শুরু করবেন, পৃথিবীকে মানুষ বসবাসের উপযোগী করবেন, তখন চাঁদ-সূর্য ইত্যাদি আমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর পূর্বে কি ছিল আর কি ছিল না– সে সম্পর্কে আমরা কি-বা জানি!

প্রশ্নঃ আমার নাম সৈয়দ মুস্তফা শাহ্। আমার প্রশ্ন হল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাবে.)-এর মৃত্যুর সংবাদে আপনার কেমন অনুভূতি হয়েছিল?

উত্তর: দেখ! তাঁর মৃত্যুর একদিন পূর্বে আমি তাঁর খুতবা শুনেছিলাম, তাঁকে খুব সুস্থ সতেজ লাগছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি মসজিদে মোলাকাত করেন এবং সেসময়ও তাকে খুব সতেজ লাগছিল। পরের দিন যখন শুনলাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন আমি খুবই মর্মাহত ছিলাম। আমি যখন অফিস থেকে বাসায় ফিরলাম তখন আমি এই দুঃখজনক খবর পেয়েছিলাম। আমার অনুভূতি ঠিক সেরকম ছিল যেমন তোমার প্রিয় মানুষ মারা গেলে তোমার অনুভূতি হবে। তখন যেমন তুমি কষ্ট অনুভব করবে ঠিক তেমনই আমি অনুভব করেছিলাম।

প্রশ্নঃ প্রিয় হুযূর, আমার নাম মুহাম্মদ ফিযান। আমার প্রশ্ন হল, এই কোভিড মহামারীর মধ্যে বাসায় বাজামা'ত নামায আদায় করলে কি মসজিদে নামায আদায় করার মত একই পূণ্য বা পুরস্কার পাওয়া যাবে?উত্তর: দেখ, তুমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করছ না। আমরা এটা করতে বাধ্য হচ্ছি। আর আল্লাহ্ সবার কর্মকাণ্ড এবং নিয়্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত। আমরা যদি নিজে থেকে মসজিদে না যাই আর বিনা কারণে মসজিদে বাজামা'ত নামায আদায় করা হতে বিরত থাকি তাহলে সেটা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পাপ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যখন বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি থাকবে এবং তোমার কাছে আর কোন উপায় থাকবে না। তখন তুমি শত বাধা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য বাসায় নিজ ভাইবোন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাজামা'ত নামায আদায় করছ। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন,

"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত।" অর্থাৎ তোমার কর্মের ফল তোমার নিয়্যতের ওপর নির্ভর করে ও লাভ হবে। তুমি যদি ভাল নিয়্যতে কোন কাজ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ্ তা'লা খুবই করুণাময়। তুমি যদি কোন ভাল কাজ খারাপ উদ্দেশ্যে কর তাহলে তা পাপ। এমনকি দান খয়রাতও যদি খারাপ উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মন্দকাজ। অতএব, যেকোন কিছু ভাল নিয়্যত নিয়ে করলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবেন।

প্রশ্ন: নামাযের মনোযোগ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর: নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা এটি প্রত্যেকের জন্য অনেক স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যখন তুমি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছো তুমি বারবার তিলাওয়াত করছো "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"। এবং তারপর যদি শয়তান পরাস্ত করতে চায় তখন তুমি "আউযুবিল্লাহ"পড়ো এবং পুনরায় মনোযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করো। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে তোমার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে যে, (নামাজে) কীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হয়। ঠিক আছে? সবাই মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। এটিকেও নামাজ কায়েম করা বলা হয় এবং এটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে– এর অর্থ যে তার নামাজ নিচে পড়ে গেছে। তাই এখন তাকে এটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দাঁড় করাতে হবে। কায়ামে-এ-নামাজ এর অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখন কেউ কীভাবে নামাজ দাঁড় করাতে পারে বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এর জন্য একজনের পুনরায় (নামাজে) মনোযোগ আনতে হবে। যদি নিয়ত বাঁধার পরে তুমি দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকো এবং তোমার মনোযোগ একদম অন্যদিকে চলে যায়। এবং ২-৩ মিনিট পরে যখন তুমি বুঝতে পারো যে ওহ, আমি তো এটি পড়েছিলাম কিন্তু জানি না এখন কোথায় চলে গেছি, তখন পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করো। যখন এক নামাযে পাঁচ বার সূরা ফাতিহা পড়বে তখন পরের বার থেকে নামাযে মনোযেগ নিবদ্ধ করতে তোমার মনে থাকবে।

প্রশ্ন: নামাযে অনেক সময় আমাদের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, এমন সময় আমরা নামাযকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি?

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লার ভীতি নিজের মাঝে সঞ্চার করা উচিত। আল্লাহ্‌কে ভয় করো? পড়াশুনা করো? পড়াশুনার ক্ষেত্রে তুমি যদি পড়াশোনা না করো, তাহলে তুমি কোন একটি বিষয় ফেল করতে পারো এ সম্পর্কে তুমি ভয় পাও? এর মানে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার চাইতে তোমার পড়াশোনার ভয় বেশি। একজন যদি আল্লাহ্‌কে ভয় পায় তাহলে তার নামাযে কেন দুর্বলতা সৃষ্টি হবে? তুমি পড়াশুনায় কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেছ? তুমি তোমার পড়াশোনায় সময় ব্যয় করো এবং প্রতিদিন পড়াশোনা করো তাই নয় কি? পরীক্ষার পূর্বে ৬-৮ ঘন্টা আবার কখনও ৯ ঘন্টা পড়াশুনা করো, তাই না? তুমি এটি এজন্য করো যে, তোমার ভয় আছে যে, তুমি ফেল কর কি না। এবং তুমি এটিও ভয় করো যে, শিক্ষকের কথা গুরুত্ব সহকারে যদি না শোনা হয় তাহলে হয়তবা তুমি লেকচার সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কথা মানুষ শোনে না এবং এই কারনেই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এর অর্থ একজন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার চাইতে মানুষকে বেশি ভয় পায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে একজন একবার জিজ্ঞেস করে যে, তার কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়! তখন তিনি একটি নীতি উল্লেখ করেন এবং সেটি হল, "আল্লাহ্‌কে ভয়ে সবকিছু করো।" আল্লাহ্‌র ভয় থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: কাযা নামায কখন আদায় করতে পারি?

উত্তর: নামাজ কাযা করার কি প্রয়োজন রয়েছে? এমন প্রশ্ন করাই ঠিক না। আসল কথা হচ্ছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যে, যখন কোন একটি কারণে নামাজ আদায় করতে পারলে না, মাগরিবের সময় পার হয়ে গেছে অথবা ফজরের সময়ও পার হয়ে গেছে। ফজর, মাগরিব এবং ঈশা এসব নামাজ পরবর্তীতে কাযা হিসেবে আদায় করা যাবে যদি এর পিছনে কোন বৈধ কারণ থাকে। ফজরের কাযা নামাজও পরবর্তী ফজরের সাথে কাযা হিসেবে পড়া যেতে পারে। কিন্তু এধরনের পরিস্থিতি সবসময় সৃষ্টি হয় না। হ্যাঁ যদি তুমি কখনো জঙ্গলে আটকে যাও; যেখানে অন্য কোন উপায় নেই তাহলে এটি একটি বৈধ কারণ (নামাজ কাযা কায়েম করার জন্য)। অন্যথায় যদি তুমি স্বাভাবিক জীবন যাপন কর তাহলে নামাজ কাযা করার প্রশ্নই থাকতে পারে না। তুমি কি কাযা নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ নাকি কসর নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ? কাযা মানে যখন নামাজ ছুটে যায় এবং নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় এটি বুঝাতে চেয়েছ? বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে আগুন লেগেছে। যদি এখন তুমি ওখানে কাউকে সাহায্য করছ অথবা কারো জিনিসপত্র বের করে দিচ্ছ এমন সময় যদি তোমার নামাজের সময় পার হয়ে যায় এবং তুমি নেকির কাজ করছিলে এমন সময় তোমার নামাজ ছুটে গেল। তখন তুমি যে নামাজগুলো ছুটে গেছে সেসব নামাজ একত্রে আদায় করতে পার। যদি তুমি কোন যুদ্ধের মধ্যে থাক, মহানবী (সা.)-এর একবার এমনটি হয়েছিল একদা শত্রুরা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত আক্রমন করছিল তখন তাঁদের নামাজ আদায় করার সুযোগ হয় নি। তারপর সন্ধ্যার সময় নবী (সা.) চার ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করেন। তিনি (সা.) বর্ণনা করেন যে, "ধিক্কার ঐ সকল শত্রুদের যারা আমাদের নামাজ কাযা করে দিল এবং সব নামাজ এখন একত্রে আদায় করতে হবে"। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে নামাজ কাযা আদায় করা যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নামাজ কাযা করার কোন বিধান নাই।

প্রশ্ন: আপনি কি কখনও চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন আর যদি হন, আপনি তা কীভাবে মোকাবিলা করেন?

উত্তর: আমি তখন আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি। এবং বলি যে, হে আল্লাহ্‌পাক! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা ও সমস্যার সমাধান করে দাও।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 7 Sep, 2023 Issue No.36

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হযরত মৌলবী হাকীম নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর নামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা ৫০ নম্বর চিঠি।

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এবং আপনার নতুন স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য বন্ধন, ঐক্য ও ভালবাসা সর্বাধিক বৃদ্ধি করুন এবং পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন। প্রথমা স্ত্রীর সচরাচর এ ধরণের বিষয়াদিতে প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে চরম সীমায় কুধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন ও সুখ-শান্তির বিনাশ ঘটিয়ে থাকে।

স্ত্রীদের উপর তৌহিদের অকাট্য দলিল

'ওয়াহ্দাহু -লাশরিক' হওয়া খোদার গুণ। কিন্তু স্ত্রীরাও কখনও শরীক পছন্দ করে না। এক বুজুর্গ বলেন, তাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অনেক কঠোর ও কর্কশ আচরণ করত। এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে মনস্থ করলো। এতে সে স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বামীকে বলল, 'আমি তোমার সব যাতনা সহ্য করেছি, কিন্তু এই দুঃখ আর সহ্য করা যায় না যে, তুমি আমার স্বামী হয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে আমার সঙ্গে শরিক করবে।' তিনি বলেন, 'তার সে কথা আমার হৃদয়ে বড়ই গভীর রেখাপাত করল, বেদনাত্মক প্রভাব বিস্তার করল। আমি সে কথার সদৃশ বিষয় কুরআন করীমে খুঁজে দেখতে চাইলাম। তখন এই আয়াতটি খুঁজে পেলাম-'ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিক।' (সূরা নিসা: ১১৭) এ (অর্থাৎ শরিক করা) ছাড়া আর সবই তিনি ক্ষমা করেন।

এ বিষয়টি বাহ্যত বড়ই সংবেদনশীল। দেখা যায়, পুরুষের আত্মমর্যাদিভাম যেমন চায় না যে, তার স্ত্রী এবং অন্য কারো মাঝে ভাগাভাগী হোক, তেমনি স্ত্রীর মর্যাদাভিমানও চায় না, তার স্বামী তার এবং অপর কারো মাঝে ভাগাভাগি হোক। কিন্তু আমি খুব ভালভাবে জানি, খোদা তা'লার শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই। এবং তা মানবপ্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধও নয়। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গবেষণালব্ধ সত্য এটাই যে, পুরুষদের আত্মাভিমান এমন এক প্রকৃত বাস্তব ও পরিপূর্ণ, যা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে প্রকৃতপক্ষেই এর কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদাভিমান পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সম্পূর্ণ সন্দেহাত্মক ও শ্রীয়মান।

মারেফাতের গুঢ়তত্ত্ব: এ ক্ষেত্রে সেই গুঢ়তত্ত্ব যা আঁ হযরত (সা.) উম্মে সালমা (রা.)কে বলেছিলেন তা এক মারেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদানকারী গুঢ়তত্ত্ব বিশেষ। কেননা, মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব দিলে হযরত উম্মে সালমা (রা.) যখন এই ওজর-আপত্তি জানালেন, 'আপনার একাধিক স্ত্রী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হবে বলে ধারণা করা যায় আর আমি একজন আত্মমর্যাদাভিমানী এমন নারী, যে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী সইতে পারে না।' তখন আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, যেন খোদা তা'লা তোমা এই মর্যাদাভিমান দূর করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন।'

কাজেই আপনিও দোয়ায় মশগুল থাকুন। নতুন স্ত্রীর মনোরঞ্জন অত্যাবশ্যক। কেননা সে হচ্ছে অতিথির ন্যায়। তার ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও আচার-আচরণ উচ্চতর পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার সাথে আপনি অকৃত্রিম মেলা-মেশা ও সহবাস করুন এবং মহা সম্মানিত আল্লার কাছে চান, তিনি যেন নিজ কৃপাগুণে তার সাথে আপনার নির্মল-নিখাদ ভালবাসা ও প্রেমভরা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। কেননা, এসব কিছু তাঁরই অধিকার ভুক্ত বিষয়। এখন তার সাথে বিয়ের মাধ্যমে এক নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ জগতে চিরকালের জন্য আসে নি,কাজেই ভবিষ্যত বংশগত বরকত ও আশিস প্রকাশের জন্য এখন এ সম্পর্কের উপরই সব আশা-ভরসা। খোদা তা'লা আপনার জন্য একে আশিসমণ্ডিত করুন। আমি এই মহল্লাবাসী বিশেষ ওয়াকিবহলা ও গোপন খবরাখবর জানা লোকদের কাছ থেকে এই মেয়েটির সম্পর্কে এ মর্মে অনেক প্রশংসা শুনেছি যে, সে স্বভাবত সৎ, পুণ্যবতী, সতী-সাধ্বী ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর আধার। তার তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। আপনি তাকে নিজে পড়াবেন, কেননা, তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভা অতি উত্তম বলে প্রতিভাত হয়। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লার এটা এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি এই জোড়া মিলিয়েছেন। নচেৎ যোগ্য ও সৎ মানুষের এ অভাব ও দুর্ভিক্ষকালে এমনটি ঘটা অসম্ভব বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আপনার পত্রটি থেকে কিছুই জানা গেল না, ২০ মার্চ ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত ছুটি পাবেন কি না। আপনি যদি ২০ কিম্বা ২২ তারিখে আসেন অর্থাৎ রবিবার এখানে থাকেন তাহলে বাবু মুহাম্মদ সাহেবও আপনার সাথে দেখা করবেন। এই অধম ১৫ই মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে দু'তিন দিনের জন্য হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছে রাখে এবং ১৯ অথবা ২০ মার্চ তারিখে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ ফিরে আসবে। শাহযাদা ইফতিখার আহমদ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই কুশলে আছেন। গতকাল নগদ সাত টাকা এবং কিছু কাপড় আমার জন্য পাঠিয়েছেন,যা তাঁর জোরালো অনুরোধের দরুন গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়াসসালাম
বিনীত
গোলাম আহমদ।
(আল হাকাম, ৩১ শে মে,১৯০৩)

ফেব্রুয়ারী ১৯০৭, পৃ.৮)

প্রশ্ন:কুরবানীর খাশি বা ছাগলের বয়স কত হওয়া বাঞ্চনীয়?

উত্তর:আহলে হাদীস এবং হানাফীদের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। মৌলভী (হেকিম নুরুদ্দীন) সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী আহলে হাদীসের মতে দুই বছরের কম বয়সী ছাগল কুরবানীর জন্য বৈধ নয়।

(বদর পত্রিকা, নং: ৩, খণ্ড ৭, ২৩ জানুয়ারী ১৯০৮)

প্রশ্ন:কুরবানীর জন্য বৈধ -এমন পশু যদি না পাওয়া যায় তাহলে ত্রুটিপূর্ণ পশু কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তর:অপারগতার ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু বর্তমান যুগে এমন অপারগতা তো নেই। তাই অযথা বাহানা খুঁজা ঠিক না।

(বদর পত্রিকা, নং: ৩, খণ্ড ৭, ২৩ জানুয়ারী ১৯০৮, পৃষ্ঠা: ২)

প্রশ্ন:মিয়া ইসমাইল সাহেব লিখিতভাবে প্রশ্ন করেন যে, কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে দেয়া যাবে কি?উত্তর:সাদকা মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেয়া যায়। অভাবি মিসকিন যদি কাফেরও হয় তবুও তাকে সাদকা দেওয়া বৈধ। সামাজিক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যেও অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়া বৈধ।

(বদর পত্রিকা, নং: ১, ষষ্ঠ খণ্ড, ১০ জানুয়ারী ১৯০৭, পৃষ্ঠা: ১৮)

প্রশ্ন:এক ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন যে, আমরা যদি অল্প অল্প করে পয়সা জড় করে অআহমদীদের সাথে একত্রে কোন পশু যেমন গরু ইত্যাদি কুরবানী করি -এটি কি বৈধ হবে?

উত্তর:তোমাদের এমন কি অপারগতা দেখা দিয়েছে, যার কারণে তোমরা অন্যদের সাথে মিলতে চাও? তোমাদের জন্য কুরবানী দেওয়া যদি ফরয বা আবশ্যক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে একটা ছাগল জবাই দিয়ে দিতে পার। আর এরও যদি সামর্থ না থাকে তাহলে তোমাদের জন্য কুরবানী করা তো বাধ্যতামূলক নয়। অন্যরা যারা তোমাদেরকে নিজেদের মাঝ থেকে বের করে দেয় উপরন্তু কাফের আখ্যা দেয়, আবার তারা তোমাদের সাথে মিলতেও চায় না। সেক্ষেত্রে তাদের সাথে মিলিত হবার তোমাদের প্রয়োজনটা কিসের? আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখো। (বদর পত্রিকা, নং: ৭, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭, পৃষ্ঠা: ৮)

প্রশ্ন:এক ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন, আমাদের শহরে সর্বেশ্বরবাদী ফির্কার অনেক লোক আছে। তারা বাজারে অনেক কুরবানী করে থাকে। তাদের জবাই করা পশু-পাখি খাওয়া যাবে কি?

উত্তর:যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। মোটের ওপর মুশরিক অথবা কপটের কুরবানী পরিহার করুন। কিন্তু অধিক খুঁটে খুঁটে দেখা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। আল্লাহ্র নাম নিয়ে জবাই করা হলে এবং ইসলামী রীতি-নীতি যদি দৃষ্টিতে রাখা হয়, তবে এমন সব জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ।

(বদর পত্রিকা, নং ২৭, তৃতীয় খণ্ড, ১৬ জুলাই ১৯০৪, পৃষ্ঠা ৪)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir